

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কবরের জীবন ও আমাদের প্রস্তুতি

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ শারায়াত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

তানভীন আক্তার সুইটি

রোলঃ 23100120903

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কবরের জীবন ও আমাদের প্রস্তুতি

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক
স্টাডিজের একটি আনুসঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ শারায়াত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

তানভীন আক্তার সুইটি

রোলঃ 23100120903

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ কবরের জীবন ও আমাদের প্রস্তুতি ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে তানভীন আক্তার সুইটি, আইডিঃ 23100120903 বিচক্ষণতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধানেঃ

মাওঃ শারীফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ কবরের জীবন ও আমাদের প্রস্তুতি ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah - IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: শারীফাত কারীম উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

তানভীন আক্তার সুইটি

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

তানভীন আক্তার সুইটি

আইডিঃ 23100120903

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

কবর	5
কবর এক অন্ধকার জগৎ.....	8
কবরে বেনামাযীর শাস্তি	9
কবরে তিনটি প্রশ্ন	10
যেমন হবে কবরের জীবন.....	11
সত্যিই কি কবরের জীবন কঠিন হবে	13
যেমন হবে কবরের প্রথম প্রহর.....	15
কবরের শাস্তি	18
মৃত্যুর স্মরণ	37
কেন মৃত্যুর স্মরণ প্রয়োজন.....	37
মৃত্যুর আগে সাত প্রস্তুতি	38
মৃত্যু আসবেই.....	40
মৃত্যুর প্রস্তুতি যেভাবে নেবো.....	44
মৃত্যুর স্মরণ ও পরকালের প্রস্তুতি.....	45
মৃত্যু সম্পর্কে হাদিস কি বলে?.....	46
মৃত্যুর প্রস্তুতির অর্থ.....	49
মৃত্যুকে স্মরণ করার উপকারিতা.....	49
মৃত্যু চিন্তা.....	49
সর্বদা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকা মুমিনের গুণ	53
মৃত্যুর আগে মুমিনের প্রস্তুতি.....	55

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ا لحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه و من والا ه أما بعد

শুরু করছি পরম করুণাময় আল্লাহর নামে। প্রশংসা ও স্তুতির সবটুকুই তার জন্য।
রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক আল্লাহর রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তার
পরিবার পরিজন, সাহাবাগণ এবং তার অনুসারীদের ওপর।

কবর

কবর অর্থ কোন কিছু গোপন করা বা দাফন করা। কবরের জীবনকে বারযাখও বলা
হয়। কবর জমিনের বুক থেকে আখিরাতের যাত্রাপথে প্রথম ঘাঁটি।
মৃত্যুর পর মানুষের পৃথিবীর জীবন শেষ হয়ে যায়। শুরু হয় কবর জীবন। কবরের
জগতকে কোরআন ও হাদিসের ভাষায় ‘বারযাখ’ বলে অভিহিত করা হয়েছে।

আরবি ‘বারযাখ’ শব্দের অর্থ পর্দা, আবরণ, ঢাকনা, বেড়া। আলমে বারযাখ বা
বারযাখের জগত বলতে ওই জগতকে বোঝায়, যেখানে মানুষ মৃত্যুর পর থেকে
কিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হওয়া পর্যন্ত অবস্থান করবে।

যেহেতু সে জগতটি দুনিয়ার এ জগত থেকে অন্তরালে বা আড়ালে আছে, কাজেই
তাকে বারযাখের জগত বলা হয়। অতএব, বারযাখ কোনো বিশেষ স্থানের নাম নয়।
বরং মৃত্যুর পর মানবদেহ বা দেহের অংশসমূহ একত্রিতভাবে বা বিচ্ছিন্নভাবে
যেখানে থাকবে ওই স্থানই তার জন্য কবর বা বারযাখ।

আলমে বারযাখ বা কবরের জীবন কারো জাহান্নামের গর্ত হবে। কারো জন্য
জান্নাতের বাগিচা হবে।

কবরের আজাব কোরআন-সুন্নাহ ও ইজমা দ্বারা প্রমাণিত। দুই পাশের মাটির চাপ, সাপ-বিচ্ছুর দংশন, হাতুড়ি দিয়ে ফেরেশতাদের বিশাল আঘাত ও প্রজ্বলিত অগ্নির মতো ভয়ংকর শাস্তি আছে কবরে। (তিরমিজি, হাদিস : ২৪৬০)

তবে মুমিন বান্দার জন্য কবর হবে প্রশান্তির বিছানা। জান্নাতের বাগান। এক শান্তিময় ঘুমে কেটে যাবে তার বারযাখের জীবন। (মুসনাদ আহমদ, হাদিস : ১৮৫৩৪)

মৃত্যুর পরে কবরের জীবনে মানুষকে তিনটি প্রশ্ন করা হবে। এর সঠিক উত্তরদাতাদের জন্য জান্নাতের নেয়ামত। উত্তর দিতে না পারলে দেওয়া হবে কঠিন শাস্তি। প্রশ্ন তিনটি রব, নবী ও পৃথিবীর জীবন কীভাবে কাটিয়ে সেই সম্পর্কিত হবে।
তোমার রব কে?

রবের বিষয়ে বেশির ভাগ মানুষ উদাসীন। দুনিয়ায় যে প্রতিপালকের একত্ববাদ (তাওহিদুর রুবুবিয়া) স্বীকার না করে, তাহলে কবরে সে এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারবে না। তাই সব সময় মহান আল্লাহ অর্থাৎ প্রতিপালকের একত্ববাদ মেনে চলতে হবে।

তোমার দীন তথা জীবনব্যবস্থা কী?

যারা পরিপূর্ণভাবে ইসলামকে আঁকড়ে ধরেছে, তারা এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারবে। আর যারা দুনিয়ায় ইসলামকে জীবনব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করেনি তারা বলবে, ‘লা আদরি’ অর্থাৎ আমি কিছুই জানি না।

তোমাদের কাছে যে লোকটিকে পাঠানো হয়েছে তিনি কে?

কবরের সর্বশেষ প্রশ্নে বলা হবে তোমার নবী কে? আদর্শ পুরুষ কে ছিলো, তুমি কার সুন্নত তথা রীতিনীতি অনুসরণ করত?

যারা অন্যদের আদর্শে জীবন পরিচালনা করেছে তারা বলবে “লা আদরি” অর্থাৎ আমি কিছুই জানিনা। শুধু যারা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিরাত ও সুন্নাহ গ্রহণ করেছে এবং বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করেছে তারাই এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারবে।

তাই

মানুষের জীবন চক্র নিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন:

فَتِلْ إِلَّا نَسَا نْ مَا أَكْفَرَهُ

"মানুষ ধ্বংস হোক! কোন জিনিস তাকে সত্য প্রত্যাখ্যানে উদ্বুদ্ধ করল?" (সূরা আবাসা, ৮০:১৭)

مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ

"আল্লাহ তাকে কোন বস্তু হতে সৃষ্টি করেছেন?" (সূরা আবাসা, ৮০:১৮)

مِنْ تُطْفَةِ خَلَقَهُ فَقَدَرَهُ

"শুক্রবিন্দু হতে। তিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তাকে পরিমিতভাবে গড়ে তুলেছেন।" (সূরা আবাসা, ৮০:১৯)

ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ

"অতঃপর তিনি (উপায়-উপকরণ ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী দিয়ে জীবনে চলার জন্য) তার পথ সহজ করে দিয়েছেন।" (সূরা আবাসা, ৮০:২০)

ثُمَّ أَمَّا تَهُ فَاقْبَرَهُ

"অতঃপর তার মৃত্যু ঘটান এবং তাকে কবরস্থ করেন।" (সূরা আবাসা, ৮০:২১)

ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَهُ

"অতঃপর যখন তিনি চাইবেন তাকে আবার জীবিত করবেন।"(সূরা আবাসা,৮০:২২)

কবর এক অন্ধকার জগৎ

আবু হুরায়রা (রাদি.)বলেন, একটি কৃষ্ণাঙ্গ মহিলা অথবা যুবক মসজিদে নববীতে ঝাডু দিত। রাসূল ﷺ কিছুদিন তাকে না দেখে তার সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেন, সাহাবীগণ বললেন, সে তো মারা গেছে। রাসূল ﷺ বললেন, তোমরা আমাকে খবর দিলে না কেন? বর্ণনাকারী বলেন, খুব সম্ভব তারা বিষয়টিকে গুরুত্বহীন মনে করেছিলেন। রাসূল ﷺ বললেন, আমাকে তার কবর দেখিয়ে দাও। তারা তাকে কবর দেখিয়ে দিলে তিনি কবরের ওপর জানাযার নামাজ আদায় করলেন। অতঃপর তিনি রাসূল ﷺ বললেন, এই কবর অন্ধকারে পরিপূর্ণ হয়ে আছে। আমার জানাযার নামাজের দরুন আল্লাহ আযযা ওয়া যাল্লা তা আলোকিত করে দেন।

জাবির বিন আব্দুল্লাহ আনসারি (রহ.)বলেন, সাদ ইবনু মুআয (রহ.)যখন ইন্তেকাল করেন, তখন আমরা রাসূল ﷺ এর সাথে তার জানাযায় হাজির হলাম। জানাযার নামাজ আদায় করে তাকে যখন কবরে রাখা হলো ও মাটি সমান করে দেওয়া হলো, তখন রাসূল ﷺ সেখানে দীর্ঘক্ষণ তাসবীহ পাঠ করলেন। আমরাও তার সাথে অনেক সময় তাসবীহ পড়লাম। তারপর রাসূল ﷺ তাকবীর বললেন আমরাও তার সাথে (তাকবীর) বললাম। অতঃপর রাসূল ﷺ কে জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল আপনি কেন এভাবে তাসবীহ পড়লেন ও তাকবীর বললেন? তিনি বললেন? এ নেক ব্যক্তির কবর খুব সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিলো। তাই আমি (তাসবীহ ও তাকবীর) পড়লাম। এতে আল্লাহ তাআলা তার কবরকে প্রশস্ত করে দিলেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ ۖ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ
الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ
تَسْتَكْبِرُونَ

হায়! “যদি তুমি ঐ যালিমদেরকে দেখতে পেতে যখন তারা মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকবে, আর ফেরেশতারা হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলবে, তোমাদের জানগুলোকে বের করে দাও, আজ তোমাদেরকে অবমাননাকর আযাব দেয়া হবে যেহেতু তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে এমন কথা বলতে যা প্রকৃত সত্য নয় আর তাঁর নিদর্শনগুলোর ব্যাপারে ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করতে।”(সূরা আনআম ৬:৯৩)

এর ব্যাখ্যায় ইমাম বুখারী (রহ.)মৃত্যুর পর পর শাস্তির ঘোষণাকে কবরের আজাব বলে উল্লেখ করেছেন।

আরেক আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

سَنُعَذِّبُهُمْ مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ

আমি তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দেব, (ক্ষুধা বা নিহত হওয়া এবং কবরের শাস্তি) অতঃপর তাদেরকে মহা শাস্তির পানে ফিরিয়ে আনা হবে।”(সূরা তাওবা ৯:১০১)

এখানে দুইবার শাস্তির ব্যাখ্যায় ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন, প্রথম বার হলো কবরের আজাব।

কবরে বেনামাযীর শাস্তি

হাদিস শরীফে এসেছে, কবরের মাঝে এক ফেরেশতাকে দায়িত্ব দেওয়া আছে। যদি কোন ব্যক্তি দুনিয়াতে জোহরের নামাজ কাযা করে থাকে তাহলে সে তাকে লৌহগদা দিয়ে আসরের ওয়াক্ত পর্যন্ত মারতে থাকবে। যদি কোন ব্যক্তি দুনিয়াতে আসরের নামাজ কাযা করে থাকে তাহলে সেই ফেরেশতা তাকে লৌহগদা দিয়ে আসরের শেষ ওয়াক্ত পর্যন্ত প্রহার করতে থাকবে। এভাবে মাগরিবের নামাজ কাযা হলে এশার ওয়াক্ত পর্যন্ত, এশার নামাজ কাযা করে থাকলে সকাল পর্যন্ত, ফজরের নামাজ কাযা করে থাকলে যোহরের ওয়াক্ত পর্যন্ত ফেরেশতা তাকে লৌহগদা দিয়ে পেটাতে থাকবে। ওই ফেরেশতা যখন তাকে লৌহগদা দিয়ে আঘাত করবে তখন

সে আঘাতের তীব্রতায় কবরের ভেতর ৭০ গজ পর্যন্ত মাটির নিচে ঢুকে যাবে। এরপর বেরিয়ে আসবে। ফেরেশতা পুনরায় আঘাত করবে। এভাবে সে পেটাতে থাকবে। আর তুমি চিৎকার করতে থাকবে। প্রচণ্ড ব্যথায় ককিয়ে ওঠবে। কিন্তু তোমার আতঁচিৎকার, তোমার হাহাকার কেউ শোনবে না। তোমার বোন তোমার পাশে এসে দাঁড়াবে না। তোমার মা তোমার সহায়তা করবে না। তোমার ভাই তোমার সাহায্যে এগিয়ে আসবে না। দুঃখগুলো ভাগ করার মতো কোনো সমব্যথী পাবে না। সেখানে থাকবে এক ফেরেশতা যে আল্লাহর নির্দেশে তোমার ওপর লৌহগদা চালাতে থাকবে।

কবরের অজগর

কারো কারো জন্যে কবরের ভেতর অজগর রাখা হবে। সেই অজগর সাপটি অনবরত দংশন করতে থাকবে। দুনিয়াতে ছোট্ট একটি মৌমাছির দংশনে কি পরিমাণ ব্যথা অনুভব হয়। কবরে যদি অজগর অনবরত দংশন করতে থাকে, কিয়ামত পর্যন্ত তার কামড় চলে তাহলে অবস্থা কি দাঁড়াবে?

কবরের উত্তাপ

যদি কবরকে জাহান্নামের গহ্বর বানিয়ে দেওয়া হয় তাহলে সেখানে কি পরিমাণ উত্তাপ হবে? আজ যদি কোনো মহিলা কিছুক্ষণ সময় চুলার পাশে বসে থাকে তাহলে সে বলে, কি অসহ্য গরম। আর বোন, কবরের উত্তাপের জন্যে কি প্রস্তুতি নিয়ে এসেছো? তার জন্য কি বন্দোবস্ত করেছো?

কবরে তিনটি প্রশ্ন

কবরে মুনকার নাকীর তিনটি প্রশ্ন করবে - من نبيك (তোমার প্রভু কে?) من ربك (তোমার নবী কে?) من دينك (তোমার দীন কি ছিল?)

বাহ্যিকভাবে তিনটি প্রশ্নের উত্তরই সংক্ষিপ্ত এবং সহজ। যে আমার প্রভু আল্লাহ, আমার নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমার দীন ইসলাম।

প্রকৃত ঘটনা হলো এই যে তিনটি প্রশ্ন এতই ব্যাপক যে মানুষ সারা জীবনের আমলের সার সংক্ষেপে এ প্রশ্ন সমূহের মধ্যে রয়েছে। কবরে এ প্রশ্ন সমূহের উত্তর শুধু ঐ ব্যক্তিই দিতে পারবে যে তার সারাজীবন এ প্রশ্ন গুলির উত্তরের আলোকে গড়ে তুলেছে। জ্ঞান ও পদ মর্যাদার বড়াই, চাতুরতা সেদিন মানুষের কোনো কাজে আসবে না।

যেমন হবে কবরের জীবন

মৃত্যু এক অনিবার্য সত্য। মৃত্যু থেকে কেউ বাঁচতে পারবে না। ইসলামি বিধানমতে, মৃত ব্যক্তির দেহ দাফন করা হয়। মৃত্যুর পর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত সময়টুকু মানুষ কবরে অবস্থান করবে। ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় এই সময়কালকে ‘আলমে বারযাখ’ বা অন্তর্বর্তীকালীন সময় বলা হয়। কবর জীবনের প্রথম ধাপ হলো ফেরেশতাদের জিজ্ঞাসাবাদ। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) বলেছেন, ‘যখন মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখা হয় তখন কালো বর্ণের এবং নীল চোখবিশিষ্ট দুজন ফেরেশতা তার কাছে আসেন এবং তাকে উঠিয়ে বসান। তাদের মধ্যে একজনকে মুনকার এবং অন্যজনকে নাকির বলা হয়।’ (সুনানে তিরমিজি ১০৭১)

কবরে প্রত্যেক মানুষকে তিনটি প্রশ্ন করা হবে। তা হলো, ‘তোমার রব কে?’ ‘তোমার ধর্ম কী?’ ‘তোমার নবী কে?’ এসব প্রশ্নের উত্তরে মুমিন বান্দা বলবে, ‘আমার রব আল্লাহ।’ ‘আমার ধর্ম ইসলাম।’ ‘আমার নবী মুহাম্মদ (সা.)।’ অতঃপর মহান আল্লাহর নির্দেশনা অনুযায়ী তার জন্য জান্নাতের বিছানা বিছিয়ে দেওয়া হয় এবং তাকে জান্নাতের পোশাক পরিয়ে দেওয়া হয়। এ ছাড়া তার জন্য কবর হতে জান্নাতের দিকে একটি দরজা খুলে দেওয়া হয়। ফলে তার দিকে জান্নাতের কোমল হাওয়া ও সুগন্ধি আসতে থাকে। আর যারা পাপী, গুনাহগার ও অবিশ্বাসী, তারা প্রশ্নের উত্তরে বলবে, ‘আমি কিছুই জানি না।’ তখন মহান আল্লাহর নির্দেশনা অনুযায়ী তার জন্য জাহান্নামের বিছানা বিছিয়ে দেওয়া হয় এবং তাকে জাহান্নামের পোশাক পরিয়ে দেওয়া হয়। আর তার জন্য কবর হতে জাহান্নামের দিকে একটি দরজা খুলে দেওয়া হয়। তখন তার দিকে জাহান্নামের আগুনের উত্তাপ আসতে থাকে।

এ ছাড়া তার কবরকে এত সংকীর্ণ করে দেওয়া হয় যে, তার এক দিকের পাঁজরের হাড় অপর দিকের পাঁজরের হাড়ের মধ্যে ঢুকে যায়। অতঃপর তার জন্য একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করা হয়, যার হাতে একটি লোহার হাতুড়ি থাকে। যদি এই হাতুড়ি দ্বারা কোনো পাহাড়কে আঘাত করা হয়, তাহলে পাহাড়ও ধুলোয় পরিণত হয়ে যাবে। আর সেই ফেরেশতা এই হাতুড়ি দিয়ে তাকে প্রচণ্ড জোরে আঘাত করতে থাকে। আর সে আঘাতের চোটে এত বিকট শব্দে চিৎকার করে, যা মানুষ ও জিন ব্যতীত পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত সব সৃষ্টিজীবই শুনতে পায়।

আঘাতের ফলে সে মাটির সঙ্গে মিশে যায়। তারপর আবার তার দেহে আত্মা ফিরিয়ে দেওয়া হয়। এভাবে তার শাস্তি চলতে থাকে। মূলত পাপী ব্যক্তি কবরেই জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবে। হযরত রাসুল (সা.) বলেছেন, ‘কবর হলো জাহান্নামের বাগানসমূহ থেকে একটি বাগান কিংবা জাহান্নামের গর্তসমূহ থেকে একটি গর্ত’। (সুনানে তিরমিজি ২৪৬০)

হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, হযরত রাসুল (সা.) বলেছেন, ‘কবর হচ্ছে আখেরাতের সর্বপ্রথম মঞ্জিল। যদি কেউ এ মঞ্জিল থেকে মুক্তি পেয়ে যায়, তাহলে তার পরবর্তী মঞ্জিলসমূহ অপেক্ষাকৃত সহজ হয়ে যাবে। আর যদি কবরে মুক্তি লাভ করতে না পারে, তাহলে পরবর্তী মঞ্জিলগুলো আরও কঠিন ও জটিল হয়ে যাবে।’ হযরত রাসুল (সা.) আরও বলেছেন, ‘আমি এমন কোনো ভয়াবহ স্থান দেখিনি, যা কবরের চেয়ে ভয়াবহ হতে পারে।’ (সুনানে তিরমিজি ২৩০৮)

কবরের শাস্তি থেকে রক্ষা পেতে যথাযথভাবে মহান আল্লাহর ইবাদত করা, কবরের ভয়াবহ শাস্তির কথা স্মরণ করে মহান আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করা এবং কবরের শাস্তি হতে তার কাছে পরিত্রাণ চাওয়া আমাদের জন্য খুবই জরুরি। দান-সদকা মানুষের উত্তম বিনিয়োগ। হযরত উকবা ইবনে আমের (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত রাসুল (সা.) বলেছেন, ‘নিশ্চয়ই দান-সদকা দানকারীকে কবরের উত্তাপ থেকে রক্ষা করবে। আর মুমিন ব্যক্তি কিয়ামত দিবসে আল্লাহর আরশের ছায়ায় অবস্থান করবে।’ (তাবারানি ৭৮৮)

বিভিন্ন দোয়ার মাধ্যমেও জাহান্নাম ও কবরের আজাব থেকে মুক্তি লাভ করা যায়। হযরত রাসুল (সা.) তার উম্মতদের জাহান্নাম ও কবরের আজাব থেকে পানাহ চাওয়ার জন্য বিভিন্ন দোয়া শিখিয়েছেন। যা বিভিন্ন হাদিসে বর্ণিত রয়েছে। হযরত

রাসুল (সা.) বলেছেন, ‘তোমরা যখন কেউ নামাজে তাশাহুদ পড়ো তখন চারটি জিনিস থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এই দোয়া পাঠ করবে,
‘আল্লাহুম্মা ইন্নী আউজুবিকা মিন আজাবি জাহান্নাম, ওয়ামিন আজাবিল কবরি,
ওয়ামিন ফিতনাতিল মাহইয়া ওয়াল মামাতি, ওয়ামিন শাররি ফিতনাতিল মাসিহিদ
দাজ্জাল।’

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে জাহান্নাম ও কবরের আজাব থেকে, জীবন ও মৃত্যুর পরের ফেতনা থেকে এবং দাজ্জালের ফেতনার ক্ষতি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।’ (সহিহ মুসলিম ১২১১)

মহান আল্লাহ সব মুসলিম নারী-পুরুষকে কবরের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন। আমিন

সত্যিই কি কবরের জীবন কঠিন হবে

কবরের জীবনটা সহজ হবে না। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কবরের আজাব দেখানো হয়েছিলো। ফলে তিনি বলেছিলেন, ‘আমি কখনও কবরের চেয়ে ভয়াবহ (অন্য কোনো) দৃশ্য দেখিনি। কবরের ভয়াবহ দৃশ্য দেখার পর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর উম্মতকে সতর্ক করেছেন। পরকালের জন্য নিজেদের প্রস্তুতে কিছু হাদিস ও দোয়া উল্লেখ করেছেন। তাহলো-

১. হজরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ‘তোমরা মৃতদের দাফন করা বর্জন করে দেবে, এ ভয় না থাকলে আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করতাম; যেন তিনি তোমাদের কবরের কিছু আজাব শুনিye (দেখিয়ে) দেন।’ (মুসলিম ৭১০৬)

২. এজন্য রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবরের আজাব এবং ফেতনা থেকে বারবার পানাহ চাইতেন। তাই মুসলিম উম্মাহও নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভাষায় এভাবে দোয়া করতে পারেন। তাহলো-

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

অর্থ: ‘হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে কবরের আজাব থেকে আশ্রয় চাই।’ (বুখারি, ৮৩২)

৩. হজরত যায়দ ইবনু সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে হজরত আবু সাঈদ আল-খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লামের কাছে উপস্থিত ছিলাম না, বরং আমাকে যায়দ ইবনু সাবিত বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, একদিন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নাজ্জার গোত্রের একটি প্রাচীর ঘেরা বাগানে তার একটি খচ্চরের উপর আরোহী ছিলেন। এ সময় আমরা তার সঙ্গে ছিলাম। হঠাৎ তা লাফিয়ে উঠলো এবং তাঁকে ফেলে দেওয়ার উপক্রম করলো। দেখা গেলো, সেখানে ছয়টি কিংবা পাঁচটি অথবা চারটি কবর রয়েছে।

বর্ণনাকারী বলেন, জুরাইরি এমনটিই বর্ণনা করতেন। এরপর তিনি প্রশ্ন করলেন, এ কবরবাসীদেরকে কেউ চিনে কী? তখন এক ব্যক্তি বললেন, আমি চিনি। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, তারা কখন মৃত্যুবরণ করেছে? তিনি বললেন, তারা শিরকের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে।

এরপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এ উম্মাতকে তাদের কবরের মধ্যে পরীক্ষা করা হবে। তোমরা মৃত ব্যক্তিকে দাফন করা বর্জন করবে, এ আশঙ্কা না হলে আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করতাম যেন তিনি তোমাদেরকেও কবরের আজাব শুনান যা আমি শুনতে পাচ্ছি।

তারপর তিনি আমাদের প্রতি মনোনিবেশ করে বললেন, তোমরা সবাই জাহান্নামের আজাব থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করো। সাহাবাগণ বললেন, আমরা জাহান্নামের শাস্তি থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই।

তারপর তিনি বললেন, তোমরা সকলে কবরের শাস্তি থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করো। সাহাবাগণ বললেন, আমরা আল্লাহর কাছে কবরের আজাব থেকে আশ্রয় চাই।

এরপর তিনি বললেন, তোমরা প্রকাশ্য ও গোপন সব প্রকার ফেতনা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করো। তারা বললেন, আমরা প্রকাশ্য ও গোপন সকল প্রকার ফেতনা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। তিনি আবারও বললেন, তোমরা দাজ্জালের ফেতনা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাও। সাহাবাগণ বললেন, আমরা দাজ্জালের ফেতনা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই।’ (মুসলিম ৭১০৫)

সুতরাং কবরের আজাব থেকে বাঁচতে আল্লাহর সাহায্যের বিকল্প নেই। আল্লাহর কাছে বেশি বেশি সাহায্য প্রার্থনা করা। হাদিসের ওপর আমল করা মুমিন মুসলমানের একান্ত কাজ।

আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহকে কবরের আজাব থেকে বেঁচে থাকার তাওফিক দান করুন। হাদিসের ওপর যথাযথ আমল করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

যেমন হবে কবরের প্রথম প্রহর

প্রত্যেক প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। এই অমোঘ সত্যকে প্রত্যাখ্যান করার সুযোগ নেই। মৃত্যুর পর থেকে পুনরুত্থান পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময় হচ্ছে কবরের জগৎ বা আলমে বারযাখ। ভেবে দেখুন তো আখেরাতের প্রথম মঞ্জিল বা কবরে কেমন হবে আপনার প্রথম প্রহর? চিন্তা করুন সেদিন কে হবে আপনার সঙ্গী? “তিনিটি বস্তু তোমাদেরকে কবর পর্যন্ত অনুসরণ করবে; তোমাদের পরিবার, তোমাদের সম্পদ এবং তোমাদের আমল। প্রথম দুটি (কবর থেকে) ফিরে আসবে এবং শেষটি তোমাদের সঙ্গে রয়ে যাবে।” বুখারি, মুসলিম, মিশকাত হা/৫১৬৭) কবরজীবনের প্রথম প্রহর কেমন হবে— এ বিষয়ে সাহাবি বারা ইবনে আজ্জব (রা.) বলেন, আমরা রাসুলুল্লাহ (স.)-এর সঙ্গে আনসার গোত্রের এক ব্যক্তির জানাজায় শরিক হওয়ার জন্য কবরের কাছে গেলাম। কিন্তু তখনও কবর খনন শেষ হয়নি। তাই রাসুলুল্লাহ (স.) বসে পড়েন। আমরাও তার চারদিকে নীরবে তাকে ঘিরে বসে পড়লাম, যেন আমাদের মাথার ওপর পাখি বসে আছে। তখন তার হাতে ছিল একখানা লাঠি, তা দিয়ে তিনি মাটিতে আঁচড় কাটছিলেন। অতঃপর তিনি মাথা তুলে দুই বা তিনবার বললেন, তোমরা আল্লাহর কাছে কবরের আজাব থেকে আশ্রয় চাও। (আহমদ, মিশকাত হা/১৬৩০; বঙ্গানুবা মিশকাত হা/১৫৪২, মান-সহিহ) আবু বকর (রা.) -এর মেয়ে আসমা (রা.) বলেন, ‘নবী কারিম (স.) একদিন আমাদের মাঝে খুতবা দিলেন। তাতে কবরের আলাচনা করলেন। কবরের ফেতনার কথা শুনে মুসলমানগণ চিৎকার করে কাঁদতে লাগলেন’। (বুখারি, মেশকাত হা/১৩৭) অন্য বর্ণনায় এসেছে, যখন মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখা হয় এবং তার সঙ্গীগণ সেখান হতে ফিরতে থাকে, তখন সে তাদের পায়ের শব্দ শুনতে পায়। তাদের ফিরে যেতে না যেতেই তার নিকট দুজন ফেরেশতা চলে আসেন এবং তাকে উঠিয়ে বসান। তারপর নবী কারিম (স.) -এর প্রতি ইশারা করে জিজ্ঞেস করেন তুমি দুনিয়াতে এ ব্যক্তি সম্পর্কে কী ধারণা করতে? মুমিন ব্যক্তি তখন বলে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে,

তিনি আল্লাহর বান্দা ও রাসুল। তখন তাকে বলা হয়, এই দেখে নাও জাহান্নামে তোমার স্থান কেমন জঘন্য ছিল। আল্লাহ তোমার সেই স্থানকে জান্নাতের সঙ্গে পরিবর্তন করে দিয়েছেন। তখন সে উভয় স্থান দেখে এবং খুশি হয়। কিন্তু মৃত ব্যক্তি যদি মুনাফিক বা কাফের হয়, তখন তাকে বলা হয়, দুনিয়াতে তুমি এ ব্যক্তি সম্পর্কে কী ধারণা করতে? তখন সে বলে আমি বলতে পারি না। মানুষ যা বলত, আমিও তাই বলতাম। তখন তাকে বলা হয়, তুমি তোমার বিবেক দ্বারা বুঝার চেষ্টা করনি কেন? আল্লাহর কিতাব পড়ে বোঝার চেষ্টা করনি কেন? অতঃপর তাকে লোহার হাতুড়ি দিয়ে এমনভাবে পেটাতে শুরু করে, সে হাউমাউ করে বিকট চিৎকার করতে থাকে। আর এত জোরে চিৎকার করে যে, মানুষ ও জিন ছাড়া সবকিছুই তার চিৎকার শুনতে পায় (বুখারি, মুসলিম, বাংলা মিশকাত হা/১১৯)

কিন্তু ‘যারা শাস্ত্রত বাণীতে বিশ্বাসী, তাদের ইহজীবনে ও পরজীবনে আল্লাহ সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবেন এবং যারা জালেম, আল্লাহ তাদের বিভ্রান্তিতে রাখবেন; আল্লাহ যা ইচ্ছা তা করেন।’ (সূরা ইবরাহিম: ২৭)

জারির (রহ.)-এর বর্ণনায় রাসুল (স.) আরো ইরশাদ করেন, মৃত ব্যক্তি তাদের জুতার শব্দ শুনতে পায় যখন তারা ফিরে যেতে থাকে, আর তখন তাকে বলা হয়, হে অমুক, তোমার রব কে? তোমার দ্বীন কী এবং তোমার নবী কে?

বর্ণনাকারী হান্নাদ (রহ.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, অতঃপর তার কাছে দুজন ফেরেশতা এসে তাকে বসিয়ে প্রশ্ন করে, তোমার রব কে? তখন সে বলে, আমার রব আল্লাহ। তারা উভয়ে তাকে প্রশ্ন করে, তোমার দ্বীন কী? সে বলে, আমার দ্বীন ইসলাম। তারা প্রশ্ন করে, এ লোকটি তোমাদের মধ্যে প্রেরিত হয়েছিলেন, তিনি কে? সে বলে, তিনি আল্লাহর রাসুল (স.)। তারপর তারা আবার জিজ্ঞেস করে, তুমি কী করে জানতে পারলে? সে বলে, আমি আল্লাহর কিতাব পড়েছি এবং তার প্রতি ঈমান এনেছি এবং সত্য বলে স্বীকার করেছি।

জারির (রহ.) বর্ণিত হাদিসে এসেছে, এটাই হলো আল্লাহর এ বাণীর অর্থ— ‘যারা শাস্ত্রত বাণীতে বিশ্বাসী, তাদের ইহজীবনে ও পরজীবনে আল্লাহ সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবেন’ এরপর বর্ণনাকারী জারির ও হান্নাদ উভয়ে একইভাবে বর্ণনা করেন—

অতঃপর আকাশ থেকে ঘোষণা আসে, আমার বান্দা যথাযথ বলেছে। সুতরাং তার জন্য জান্নাতের একটি বিছানা বিছিয়ে দাও এবং তাকে জান্নাতের পোশাক পরিয়ে দাও। এছাড়া তার জন্য জান্নাতের দিকে একটা দরজা খুলে দাও। তিনি (স.) বলেন,

সুতরাং তার দিকে জান্নাতের স্নিগ্ধকর হাওয়া ও তার সুগন্ধি বইতে থাকে। তিনি আরো বলেন, ওই দরজা তার দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত প্রশস্ত করা হয়।

অতঃপর নবী (স.) কাফিরদের মৃত্যু প্রসঙ্গে বলেন, তার রুহকে তার শরীরে ফিরিয়ে আনা হয় এবং দুজন ফেরেশতা এসে তাকে বসিয়ে প্রশ্ন করে, তোমার রব কে? সে উত্তর দেয়, হায়! আমি কিছুই জানি না। তারপর তারা প্রশ্ন করেন, তোমার দ্বীন কী? সে বলে, হায়! আমি কিছুই জানি না। অতঃপর তারা প্রশ্ন করে, এ লোকটি তোমাদের মধ্যে প্রেরিত হয়েছিলেন তিনি কে? সে বলে, হায়! আমি তো জানি না। তখন আকাশ থেকে ঘোষণা আসে, সে মিথ্যা বলেছে। সুতরাং তার জন্য জাহান্নামের একটি বিছানা বিছিয়ে দাও এবং তাকে জাহান্নামের পোশাক পরিয়ে দাও, আর তার জন্য জাহান্নামের দিকে একটা দরজা খুলে দাও।

তিনি (স.) বলেন, অতঃপর তার দিকে জাহান্নামের উত্তপ্ত বাতাস আসতে থাকে। এ ছাড়া তার জন্য তার কবরকে সংকীর্ণ করে দেওয়া হয়, ফলে তার এক দিকের পাঁজর অপর দিকের পাঁজরের মধ্যে ঢুকে যায়। জারির বর্ণিত হাদিসে আছে, অতঃপর তার জন্য এক অন্ধ ও বধির ফেরেশতাকে নিযুক্ত করা হয়, যার সঙ্গে একটি লোহার হাতুড়ি থাকবে, যদি এ দ্বারা পাহাড়কে আঘাত করা হয় তাহলে তা ধুলায় পরিণত হয়ে যাবে।

নবী (স.) বলেন, তারপর সে তাকে হাতুড়ি দিয়ে সজোরে আঘাত করতে থাকে, এতে সে বিকট শব্দে চিৎকার করতে থাকে, যা মানুষ ও জিন ছাড়া পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত সব সৃষ্টি জীবই শুনতে পায়। আঘাতের ফলে সে মাটিতে মিশে যায়। তিনি বলেন, অতঃপর (শাস্তি অব্যাহত রাখার জন্য) পুনরায় তাতে রুহ ফেরত দেওয়া হয়। (আবু দাউদ: ৪৭৫৩)

ওসমান (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি যখন কোনো কবরের পাশে দাঁড়াতে, তখন এমনভাবে কাঁদতেন যে, তার দাড়ি ভিজে যেত। একদিন তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি জাহান্নামের এবং জান্নাতের কথা স্মরণ করেন, অথচ কাঁদেন না, কিন্তু কবর দেখলেই কাঁদেন, ব্যাপার কী? তিনি বললেন, রাসুল (স.) বলেছেন—

পরকালের বিপদজনক স্থানসমূহের মধ্যে কবর হচ্ছে প্রথম। যদি কেউ সেখানে মুক্তি পেয়ে যায়, তাহলে তার পরের সব স্থান সহজ হয়ে যাবে। আর যদি কবরে মুক্তি লাভ করতে না পারে, তাহলে পরের স্থানগুলো আরও কঠিন ও জটিল হয়ে যাবে। অতঃপর তিনি বললেন, নবী কারিম (স.) এটাও বলেছেন যে, আমি এমন কোনো

জঘন্য ও ভয়াবহ স্থান দেখিনি, যা কবরের চেয়ে জঘন্য ও ভয়াবহ। (তিরমিজি বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১২৫, মান-সহিহ)

আল্লাহ তাআলা বলেন ‘যারা সৎকাজ করে, তারা নিজেদের জন্যই রচনা করে শান্তির আবাস।’ (সূরা রুম: ৪৪)

আপনি কি ভালো কাজ করেছেন? যা আপনার কাছে আসবে সুদর্শন চেহারা হয়ে, সুন্দর পোশাক ও সুঘ্রাণসহ এক ব্যক্তির রূপ ধরে। অতঃপর আপনার উদ্দেশ্যে বলবে ‘সুসংবাদ গ্রহণ করো, যা তোমাকে সন্তুষ্ট করবে, এটা তোমার সেদিন যার ওয়াদা করা হতো। আমি তোমার সৎকর্ম।’ (মুসনাদে আহমদ)

আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহকে মৃত্যুর পরের জীবনের জন্য প্রস্তুত হওয়ার তৌফিক দান করুন।

কবরের শাস্তি

মানুষের মরণের পর বড় ভয়াবহ কঠিন ও জটিল তিনটি স্থান রয়েছে। যেখানে মানুষের কোন সহযোগী থাকবে না। সেখানে মানুষ হবে বড় অসহায় ও নিরুপায়। সেদিন ভুল ধরা পড়লে সংশোধনের কোন পথ থাকবে না। সেদিন মানুষ কত অসহায় হয়ে পড়বে যা ভাষায় ও কলমে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। যেমন নদীর স্রোত একবার চলে গেলে তাকে ফিরে আনা সম্ভব নয়। তেমনি মানুষের শ্বাস বন্ধ হয়ে গেলে সে ভয়াবহ সমস্যার সমাধান সম্ভব হবে না। তার একটি ভয়াবহ স্থান হচ্ছে কবর। এ সম্পর্কে অনেক ছহীহ হাদীস ও কুরআনের আয়াত রয়েছে, যার কিছু নমুনা পেশ করা হ’ল।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرَجُوا أَنْفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ.

‘হে নবী! আপনি যদি অত্যাচারীদের দেখতেন, যখন তারা মৃত্যুকষ্টে পতিত হয়, ফেরেশতাগণ তাদের দিকে হাত বাড়িয়ে বলেন, তোমরা তোমাদের আত্মা বের করে দাও। ফেরেশতাগণ এ সময় বলেন, আজ হ’তে তোমাদেরকে প্রতিফল স্বরূপ অপমানজনক শাস্তি দেওয়া হবে। আর অপমানজনক শাস্তির কারণ হচ্ছে, তোমরা আল্লাহর প্রতি অসত্য আরোপ করতে এবং অহংকার করে তার আয়াত সমূহ এড়িয়ে চলতে’। (সূরা আনআম: ৯৩)

অত্র আয়াতে অত্যাচারীদের মৃত্যু যন্ত্রণার কথা উল্লেখ হয়েছে। মৃত্যুর সময় তাদেরকে অপমান করা হয়, তা স্পষ্ট করা হয়েছে এবং মরণের পর হ'তেই তাদেরকে অপমানজনক শাস্তি দেওয়া হয়। আর মরণের পর হ'তে যে শাস্তি দেয়া হয় তাকেই কবরের শাস্তি বলে। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন,

فَوْقَهُ اللَّهُ سَبِيبَاتٍ مَّامَكُرُوا وَحَاقَ بِالِإِلَهِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا.
'ফেরাউন বংশীয় একজন মুমিনকে আল্লাহ ফেরাউনদের কবল হ'তে রক্ষা করেন। অবশেষে এদেরকে আল্লাহর কঠোর শাস্তি ঘিরে ধরে। আর এ কঠোর শাস্তি তাদের সামনে সকাল-সন্ধ্যা পেশ করা হয়'। (সূরা মুমিন: ৪৫-৪৬)

অত্র আয়াতে সকাল-সন্ধ্যা যে কঠোর শাস্তির কথা বলা হয়েছে তা হচ্ছে কবরের শাস্তি। আল্লাহ অন্যত্র বলেন,

سَنُعَذِّبُهُمْ مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرْثَوْنَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ

'অচিরেই আমি তাদেরকে বারবার শাস্তি দিব। অতঃপর তারা মহা কঠিন শাস্তির দিকে ফিরে যাবে'। (সূরা তাওবা: ১০১)

অত্র আয়াতে বারবার শাস্তি বলে কবরের শাস্তি উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ অন্যত্র বলেন

يُنَبِّئُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ

'আল্লাহ পার্থিব জীবনে ও আখেরাতে অবিচল রাখবেন সে সকল লোককে যারা ঈমান এনেছে প্রতিষ্ঠিত বাণীতে'। (সূরা ইবরাহীম: ২৭)

এ আয়াত কবরের আযাব সম্পর্কে নাযিল হয়েছে।

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نَعَالِهِمْ أَتَاهُ مَلَكَانِ فَيَقْعُدَانِهِ فَيَقُولَانِ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ لِمَحَمَّدٍ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ فَيَقَالُ لَهُ أَنْظِرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ قَدْ أَبَدَلَكَ اللَّهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا وَأَمَّا الْمُنَافِقُ وَالْكَافِرُ فَيَقَالُ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ فَيَقَالُ لَهُ لَا دَرَيْتُ وَلَا تَلَيْتُ وَيُضْرَبُ بِمِطْرَقٍ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ غَيْرَ الثَّقَلَيْنِ.

আনাস ইবনে মালিক (রা.) বলেন, রাসূল(সা.) বলেছেন, যখন মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখা হয় এবং তার সঙ্গীগণ সেখান হতে ফিরতে থাকে, তখন সে তাদের পায়ের শব্দ শুনতে পায়। তাদের ফিরে যেতে না যেতেই তার নিকট দু'জন ফেরেশতা চলে আসেন এবং তাকে উঠিয়ে বসান। তার পর নবী করিম (সা.) -এর প্রতি ইশারা করে জিজ্ঞেস

করেন তুমি দুনিয়াতে এ ব্যক্তি সম্পর্কে কি ধারণা করতে? মুমিন ব্যক্তি তখন বলে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি আল্লাহর দাস এবং তাঁর রাসূল। তখন তাকে বলা হয়, এই দেখে নাও জাহান্নামে তোমার স্থান কেমন জঘন্য ছিল। আল্লাহ তোমার সেই স্থানকে জান্নাতের সাথে পরিবর্তন করে দিয়েছেন। তখন সে উভয় স্থান দেখে এবং খুশি হয়। কিন্তু মৃত ব্যক্তি যদি মুনাফিক বা কাফের হয় তখন তাকে বলা হয়, দুনিয়াতে তুমি এ ব্যক্তি সম্পর্কে কি ধারণা করতে? তখন সে বলে আমি বলতে পারি না। মানুষ যা বলত আমিও তাই বলতাম, (প্রকৃত সত্য কি ছিল তা আমার জানা নেই)। তখন তাকে বলা হয়, তুমি তোমার বিবেক দ্বারা বুঝার চেষ্টা করনি কেন? আল্লাহর কিতাব পড়ে বোঝার চেষ্টা করনি কেন? অতঃপর তাকে লোহার হাতুড়ি দ্বারা এমনভাবে পিটাতে শুরু করে। পিটানির চোটে সে হাউমাউ করে বিকটভাবে চিৎকার করতে থাকে। আর এত জোরে চিৎকার করে যে, মানুষ ও জিন ব্যতীত সব কিছুই তার চিৎকার শুনতে পায় (বুখারী, মুসলিম, বাংলা মিশকাত হা/১১৯)।

অত্র হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মরণের পর মানুষ প্রশ্নের মুখামুখি হবে। প্রশ্নগুলি কি হবে তা নবী করিম(সা.) স্পষ্ট বলে দিয়েছেন এবং তার উত্তরও বলে দিয়েছেন। কবরে যথাযথ উত্তর দিতে না পারলে তার পরিণাম হবে বড় ভয়াবহ। হাতুড়ি দ্বারা কঠিনভাবে পিটানো হবে। তখন সে বিকট শব্দ করে চিৎকার করতে থাকবে। মানুষ এবং জিন ছাড়া জীব-জন্তু, কীট-পতঙ্গ ও জড় বস্তু সব কিছুই শুনতে পাবে।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ فَيُقَالُ هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বলেন, রাসূল(সা.) বলেছেন, ‘যখন তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি মারা যায়, তখন তার স্থায়ী স্থানটি সকাল সন্ধ্যায় তার সামনে পেশ করা হয়। সে যদি জান্নাতী হয়, তাহলে জান্নাতের স্থান তার সামনে পেশ করা হয়। আর যদি জাহান্নামী হয়, তাহলে জাহান্নামের স্থান তার সামনে পেশ করা হয় এবং বলা হয় এ হচ্ছে তোমার আসল স্থান। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা’আলা তোমাকে এখানেই পাঠাবেন’ (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১২০)।

অত্র হাদীসে বলা হয়েছে, প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় কবরবাসীর সামনে জাহান্নাম বা জান্নাত পেশ করা হয় এবং বলা হয় এটাই তোমার আসল স্থান। তাকে জাহান্নাম দেখিয়ে সর্বদা আতঙ্কিত করা হয়। অথবা জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হয়।

নবী করীম(সা.) আমাদের মুখোমুখি হয়ে বললেন, তোমরা সকলেই জাহান্নামের আযাব হ'তে আল্লাহর নিকট পরিত্রাণ চাও। তারা সকলেই বলে উঠল, আমরা জাহান্নামের আযাব হতে আল্লাহর নিকট পরিত্রাণ চাচ্ছি। নবী করীম(সা.) বললেন, তোমরা সকলেই কবরের আযাব হ'তে আল্লাহর নিকট পরিত্রাণ চাও। তারা সকলেই বলল, আমরা কবরের শাস্তি হতে আল্লাহর নিকট পরিত্রাণ চাচ্ছি। নবী করীম (সা.) বললেন, তোমরা সমস্ত গোপন ও প্রকাশ্য ফেতনা হতে আল্লাহর নিকট পরিত্রাণ চাও। তারা বলল, আমরা গোপন ও প্রকাশ্য ফেতনা হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাচ্ছি। নবী করীম (সা.) বললেন, তোমরা দাজ্জালের ফেতনা হতে আল্লাহর নিকট পরিত্রাণ চাও। তারা বলল, আমরা সকলেই আল্লাহর নিকট দাজ্জালের ফেতনা হতে পরিত্রাণ চাচ্ছি'। (মুসলিম, মিশকাত হা/১২২)

মানুষ কবরে এমন ভয়াবহ শাস্তির সম্মুখীন হবে, যা মানুষকে শুনানো সম্ভব নয়। মানুষ কবরের শাস্তি শুনতে পেলে বেঁচে থাকতে পারবে না এবং কাউকে কবরে দাফন করতেও চাইবে না। এজন্য নবী করীম (সা.) আমাদের সাবধান ও সতর্ক করে বলেছেন, 'তোমরা সর্বদা কবরের শাস্তি হতে পরিত্রাণ চাও'।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَقْبَرَ الْمَيِّتُ آتَاهُ مَلَكَانِ أَسْوَادَانِ أَرَزَقَانِ يُقَالُ لِأَحَدِهِمَا الْمُنْكَرُ وَالْآخَرُ النَّكِيرُ فَيَقُولَانِ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ فَيَقُولُ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَيَقُولَانِ قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ إِنَّكَ تَقُولُ هَذَا ثُمَّ يُمْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ سَبْعُونَ ذِرَاعًا فِي سَبْعِينَ وَيُنَوَّرُ لَهُ فِيهِ ثُمَّ يُقَالُ لَهُ نَمَّ فَيَقُولُ أَرْجِعْ إِلَى أَهْلِي فَأَخْبِرْهُمْ فَيَقُولَانِ لَهُ نَمَّ كَنُومَةِ الْعَرُوسِ الَّذِي لَا يُوقِظُهُ إِلَّا أَحَبُّ أَهْلِهِ إِلَيْهِ حَتَّى يَبْعَثَهُ اللَّهُ مِنْ مَضْجَعِهِ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ مُنَافِقًا قَالَ سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ قَوْلًا فَقُلْتُ مِثْلَهُ لَا أَدْرِي فَيَقُولَانِ لَهُ قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُولُ ذَلِكَ فَيَقَالُ لِلْأَرْضِ التَّنْمِي عَلَيْهِ فَتَلْتَنِمُ عَلَيْهِ فَتَخْتَلِفُ أَضْلَاعُهُ فَلَا يَزَالُ فِيهَا مُعَذِّبًا حَتَّى يَبْعَثَهُ اللَّهُ مِنْ مَضْجَعِهِ ذَلِكَ.

আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, যখন মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখা হয়, তখন তার নিকট নীল চক্ষু বিশিষ্ট দু'জন কালো বর্ণের ফেরেশতা এসে উপস্থিত হন। তাদের একজনকে বলা হয় মুনকার, অপর জনকে বলা হয় নাকির। তারা রাসূল (সা.)-এর প্রতি ইশারা করে বলেন, এ ব্যক্তি সম্পর্কে তুমি দুনিয়াতে কি বলতে? মৃত ব্যক্তি মুমিন হলে বলেন, তিনি আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। তখন তারা বলেন, আমরা পূর্বেই জানতাম আপনি এ কথাই বলবেন। অতঃপর তার কবরকে দৈর্ঘ্য-প্রস্থে ৭০ (সত্তর) হাত করে দেয়া হয়। অর্থাৎ অনেক প্রশস্ত করে দেয়া হয় এবং সেখানে আলোর ব্যবস্থা

করে দেয়া হয়। তারপর তাকে বলা হয় ঘুমিয়ে থাকো। তখন সে বলে না আমি আমার পরিবারের নিকট ফিরে যেতে চাই। ফেরেশতাগণ বলেন, তুমি এখানে বাসর ঘরের দুলার ন্যায় আনন্দে ঘুমাতে থাক যাকে তার পরিবারের সর্বাধিক প্রিয়জন ব্যতীত আর কেউ ঘুম ভাঙাতে পারে না। যতদিন পর্যন্ত আল্লাহ তাকে এ শয্যাস্থান হতে না উঠাবেন, ততদিন পর্যন্ত সে ঘুমিয়ে থাকবে। যদি মৃত ব্যক্তি মুনাফিক হয় তাহলে সে বলে, লোকে তার সম্পর্কে যা বলত আমিও তাই বলতাম। আমার জানা নেই তিনি কে? তখন ফেরেশতাগণ বলেন, আমরা জানতাম যে, তুমি এ কথাই বলবে। তারপর জমিন কে বলা হয় তোমরা এর উপর মিলে যাও। সুতরাং জমিন তার উপর এমনভাবে মিলে যায় যাতে তার এক পাশের হাড় অপর দিকে চলে যায়। সেখানে সে এভাবে শাস্তি ভোগ করতে থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে তার এ স্থান হ'তে উঠাবেন (তিরমিযী, মিশকাত হা/১৩০, হাদীছ হাসান)

মৃতব্যক্তিকে কবরে রাখার পরপরই ভয়াবহ আকৃতিতে দু'জন ফেরেশতা আসেন এবং তারা জিজ্ঞেস করেন। জিজ্ঞাসার উত্তর ঠিক হলে কবরকে প্রশস্ত করা হয় এবং কবরকে আলোকিত করা হয়। আর বাসর ঘরের দুলার ন্যায় নিরাপদে ঘুমাতে বলা হয়। উত্তর সঠিক দিতে না পারলে মাটিকে বলা হয় তুমি একে দুদিক থেকে চেপে পিশে একাকার করে দাও। তখন মাটি তাকে এভাবে চেপে পিশে একাকার করতে থাকে আর এরূপ হতে থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত।

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِيهِ فَيَقُولَانِ لَهُ مَنْ رَبُّكَ فَيَقُولُ رَبِّي اللَّهُ فَيَقُولَانِ لَهُ مَا دِينُكَ فَيَقُولُ دِينِي الْإِسْلَامُ فَيَقُولَانِ لَهُ مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ فَيَقُولُ هُوَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولَانِ لَهُ وَمَا يُدْرِيكَ فَيَقُولُ قَرَأْتُ كِتَابَ اللَّهِ فَأَمْنْتُ بِهِ وَصَدَقْتُ فَذَلِكَ قَوْلُهُ يُنَبِّئُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ- الْآيَةُ قَالَ فَيَنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ أَنْ صَدَقَ عَبْدِي فَأَفْرَشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَالْبُسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ فَيُفْتَحُ قَالَ فَيَأْتِيهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطِيبِهَا وَيُفْسَخُ لَهُ فِيهَا مَدْبَصَرُهُ وَأَمَّا الْكَافِرُ فَذَكَرَ مَوْتَهُ وَيُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِيهِ فَيَقُولَانِ مَنْ رَبُّكَ فَيَقُولُ هَاهُ هَاهُ لَا أَدْرِي فَيَقُولَانِ لَهُ مَا دِينُكَ فَيَقُولُ هَاهُ هَاهُ لَا أَدْرِي فَيَقُولَانِ لَهُ مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ فَيَقُولُ هَاهُ هَاهُ لَا أَدْرِي فَيَنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ أَنْ كَذَبَ فَأَفْرَشُوهُ مِنَ النَّارِ وَالْبُسُوهُ مِنَ النَّارِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ قَالَ فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا وَسَمُومِهَا قَالَ وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى يَخْتَلِفَ فِيهِ أَضْلَاغُهُ ثُمَّ يُقَيِّضُ لَهُ أَعْمَى أَصَمٌّ مَعَهُ مِرْزَبَةٌ مِنْ حَدِيدٍ لَوْضُرْبَ بِهَا جَبَلٌ لَصَارَ تُرَابًا فَيُضْرَبُ بِهَا ضَرْبَةً يَسْمَعُهَا مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ إِلَّا النُّفْلَيْنِ فَيَصِيرُ تُرَابًا ثُمَّ يُعَادُ فِيهِ الرُّوحُ.

বারা ইবনে আযেব (রা.) রাসূল (সা.) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল(সা.) বলেছেন, কবরে মুমিন বান্দার নিকট দু'জন ফেরেশতা আসেন এবং তাকে উঠিয়ে বসান। অতঃপর তাকে জিজ্ঞেস করেন, তোমার প্রতিপালক কে? সে বলে, আমার প্রতিপালক আল্লাহ। তারপর জিজ্ঞেস করেন, তোমার দ্বীন কি? সে বলে আমার দ্বীন ইসলাম। পুনরায় জিজ্ঞেস করেন, এই যে লোকটি তোমাদের মাঝে প্রেরিত হয়েছিলেন তিনি কে? সে বলে তিনি আল্লাহর রাসূল(সা.)। তখন ফেরেশতাগণ তাকে বলেন, তুমি কিভাবে তা জানতে পারলে? সে বলে আমি আল্লাহর কিতাব পড়েছি তা দেখেছি তার প্রতি ঈমান এনেছি ও তাকে সমর্থন করেছি। তখন নবী করীম(সা.) বললেন, এই হলো আল্লাহর বাণী

‘يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ،

যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে আল্লাহ তাদেরকে কালেমা শাহাদাতের উপর অটল রাখবেন’। (সূরা ইবরাহীম :২৭)

তারপর নবী করীম(সা.) বললেন, এসময় আকাশ হতে আল্লাহ তা‘আলা বলেন, আমার বান্দা সঠিক বলেছে। সুতরাং তার জন্য জান্নাতের একটি বিছানা বিছিয়ে দাও। তাকে জান্নাতের পোশাক পরিয়ে দাও এবং তার জন্য কবর হতে জান্নাতের দিকে একটি দরজা খুলে দাও। সুতরাং তার জন্য তাই করা হয়। নবী করীম(সা.) বলেন, ফলে তার দিকে জান্নাতের সুগন্ধি আসতে থাকে এবং ঐ দরজা তার দৃষ্টির সীমা পর্যন্ত প্রশস্ত করে দেয়া হয়। তারপর নবী করীম (সা.) কাফেরের মৃত্যু প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেন, তার আত্মাকে তার দেহে ফিরিয়ে আনা হয়। তারপর দু'জন ফেরেশতা তাকে উঠিয়ে বসান এবং জিজ্ঞেস করেন। তোমার প্রতিপালক কে? তখন সে বলে হায়! হায়! আমি কিছুই জানি না। তারপর তাকে জিজ্ঞেস করেন, তোমার দ্বীন কি? সে পুনরায় বলে হায়! হায়! আমি কিছুই জানি না। তারপর তারা ইশারা করে বলেন, এই লোকটি কে? যিনি তোমাদের মধ্যে প্রেরিত হয়েছিলেন। সে পুনরায় বলে হায়! হায়! আমি কিছুই জানি না। তারপর আকাশ থেকে একজন আহবানকারী বলেন, সে মিথ্যা বলেছে। তার জন্য জাহান্নামের বিছানা বিছিয়ে দাও এবং তাকে জাহান্নামের পোশাক পরিয়ে দাও। তারপর তার জন্য জাহান্নামের দিকে একটি দরজা খুলে দাও। তখন তার দিকে জাহান্নামের দিকে একটি দরজা খুলে দেয়া হয়। নবী করীম(সা.) বলেন, তখন তার দিকে জাহান্নামের লু হাওয়া আসতে থাকে। এছাড়া তার প্রতি তার কবরকে এত সংকীর্ণ করে দেয়া হয় যাতে তার এক দিকের পাঁজর আর এক দিকের পাঁজরের মধ্যে

টুকে যায়। অতঃপর তার জন্য একজন অন্ধ ও বধির ফেরেশতাকে নিযুক্ত করা হয়, যার সাথে একটি লোহার হাতুড়ি থাকে যদি এই হাতুড়ি দ্বারা কোন পাহাড়কে আঘাত করা হয়, তাহলে পাহাড়ও ধূলিকণায় পরিণত হয়ে যাবে। আর সেই ফেরেশতা এ হাতুড়ি দ্বারা তাকে এত জোরে আঘাত করেন, আর সে আঘাতের চোটে এত বিকট চিৎকার করে যে, মানুষ ও জিন ব্যতীত পৃথিবীর সব কিছুই শুনতে পায়। সঙ্গে সঙ্গে সে মাটির সাথে মিশে যায়। তারপর আবার তার দেহে আত্মা ফিরিয়ে দেওয়া হয়। এভাবে তার শাস্তি চলতে থাকে (আহমাদ, আবুদাউদ, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত হা/১৩১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১২৪)।

অত্র হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, কবরে থাকতেই মানুষকে জাহান্নামের শাস্তি দেওয়া হবে। কবরে জাহান্নামের পোশাক পরিয়ে দেওয়া হবে। জাহান্নামের বিছানা বিছিয়ে দেয়া হবে, জাহান্নামের দিকে দরজা খুলে দেয়া হবে। এছাড়া কবরকে এত সংকীর্ণ করা হবে যাতে তার হাড় হাড়ি ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে। এরপরও এমন একজন ফেরেশতা নির্ধারণ করা হবে যে অন্ধ ও বধির অর্থাৎ যার নিকট কোন দয়ার আশা করা যায় না। কেননা চক্ষু দিয়ে দেখলে অন্তরে দয়ার প্রভাব হয় আর কান দিয়ে শুনলেও অন্তরে দয়ার প্রভাব হয়। কিন্তু এমন একজন ফেরেশতা যে চোখেও দেখে না কানেও শুনে না। তাই তার নিকট দয়ার কোন আশা করা যায় না।

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَعَادُ رُوحَهُ فِي جَسَدِهِ وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُولَانِ لَهُ مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ فَيَقُولُ هُوَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولَانِ لَهُ وَمَا يُدْرِيكَ فَيَقُولُ قَرَأْتُ كِتَابَ اللَّهِ فَأَمَنْتُ بِهِ وَصَدَّقْتُ فَيُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ أَنْ صَدَّقَ عَبْدِي فَأَفْرَشْنَاهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَالْبُسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَأَفْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ قَالَ فَيَأْتِيهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطَيِّبِهَا وَيُفْسَخُ لَهُ فِيهَا مَدَبَصَرُهُ قَالَ وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ أَحْسَنُ الْوَجْهِ حَسَنُ الثِّيَابِ طَيِّبُ الرَّيْحِ فَيَقُولُ أَنْبَشِرْ بِالَّذِي يَسُرُّكَ هَذَا يَوْمُكَ الَّذِي كُنْتَ تُوعَدُ فَيَقُولُ لَهُ مَنْ أَنْتَ فَوَجْهَكَ الْوَجْهُ يَجِيءُ بِالْخَيْرِ فَيَقُولُ أَنَا عَمَلُكَ الصَّالِحُ.

বারা ইবনে আযেব (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, লাশ কবরে রাখা হলে তার আত্মা তার শরীরে ফিরে দেয়া হয়। অতঃপর তার নিকট দু'জন ফেরেশতা আসেন এবং তাকে উঠিয়ে বসান। তারপর তারা তাকে জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের মধ্যে যিনি প্রেরিত হয়েছিলেন তিনি কে? সে বলে তিনি আল্লাহর রাসূল (সা.)। পুনরায় তারা তাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি তা কি করে জানতে পারলে? সে বলে, আমি আল্লাহর কিতাব পড়েছি, অতঃপর তার প্রতি ঈমান এনেছি এবং তাকে সত্য বলে বিশ্বাস করেছি। তখন আসমান হতে একজন আহবান করে বলেন, আমার বান্দা ঠিক বলেছে।

সুতরাং তার জন্য একটি জান্নাতের বিছানা বিছিয়ে দাও এবং তাকে জান্নাতের পোশাক পরিয়ে দাও। এছাড়া তার জন্য জান্নাতের দিকে একটি দরজা খুলে দাও। নবী করীম (সা.) বলেন, তখন তার নিকট জান্নাতের সুখ-শান্তি আসতে থাকে এবং তার জন্য তার কবরকে তার দৃষ্টির সীমা পর্যন্ত প্রশস্ত করে দেয়া হয়। নবী করীম (সা.) বলেন, অতঃপর তার নিকট এক সুন্দর চেহারা বিশিষ্ট সুবেশী ও সুগন্ধিযুক্ত ব্যক্তি আসেন এবং তাকে বলেন, তোমাকে খুশি করবে এমন জিনিসের সুসংবাদ গ্রহণ কর। আর এ দিনের ওয়াদাই তোমাকে দেওয়া হয়েছিল। তখন সে মৃতব্যক্তি তাকে জিজ্ঞেস করবে, তুমি কে? তোমার চেহারা এত সুন্দর যে, কল্যাণের বার্তা বহণ করে। তখন সে বলে আমি তোমার সৎ আমল। (আহমাদ, মিশকাত হা/১৫৪২, হাদীছ ছহীহ)

অত্র হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ভালো ব্যক্তির জন্য কবরও জান্নাত। কারণ সে কবর থেকে জান্নাতের সব ধরনের সুখ ভোগ করতে পায়। তার জন্য সবচেয়ে আনন্দের বিষয় হচ্ছে তার নিজের সৎ আমলগুলি এক সুন্দর চেহারা বিশিষ্ট সুবেশী সুগন্ধিযুক্ত ব্যক্তির আকার ধারণ করে এসে বলবে, তোমার জন্য সুসংবাদ, আমি তোমার সৎ আমল, আমি কল্যাণের বার্তা বহনকারী।

কবরের শান্তি - ১

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُولَانِ لَهُ مَنْ رَبُّكَ فَيَقُولُ هَاهُ لَأَدْرِي فَيَقُولَانِ لَهُ مَا دِينُكَ فَيَقُولُ هَاهُ لَأَدْرِي فَيَنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ أَنْ كَذَبَ فَأَفْرَشُوهُ مِنَ النَّارِ وَالْبِسُوهُ مِنَ النَّارِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ قَالَ فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا وَسُمُومِهَا قَالَ وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى يَخْتَلَفَ فِيهِ أَضْلَاعُهُ وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ فَيَبْحُ الْوَجْهِ فَيَبْحُ الثِّيَابَ مَنَنْ الرِّيحِ فَيَقُولُ أَتَيْتُكَ بِأَلَّذِي يَسْئُوكَ هَذَا يَوْمَكَ الَّذِي كُنْتَ تُوعَدُ فَيَقُولُ لَهُ مَنْ أَنْتَ فَوَجْهَكَ الْوَجْهُ يَجِيءُ بِالشَّرِّ فَيَقُولُ أَنَا عَمَلُكَ الْخَبِيثُ.

বারা ইবনে আযেব (রঃ) বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, লাশ কবরে রাখা হলে আত্মা তার দেহে ফেরত দেয়া হয়। তখন তার নিকট দু'জন ফেরেশতা আসেন এবং তাকে উঠিয়ে বসান। অতঃপর তারা তাকে জিজ্ঞেস করেন তোমার প্রতিপালক কে? তখন সে উত্তরে বলে, হায়! হায়! আমি জানি না। তারপর জিজ্ঞেস করেন তোমার দ্বীন কি? তখন সে উত্তরে বলে হায়! হায়! আমি জানি না। তারপর জিজ্ঞেস করেন তোমাদের মধ্যে যিনি প্রেরিত হয়েছিলেন তিনি কে? তখন সে উত্তরে বলে, হায়! হায়! আমি জানি না। এসময় আকাশের দিক হতে একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করে বলেন, সে মিথ্যা বলেছে। সুতরাং তার জন্য জাহান্নামের বিছানা বিছিয়ে দাও এবং জাহান্নামের দিকে

একটি দরজা খুলে দাও। সুতরাং তার দিকে জাহান্নামের লু হাওয়া আসতে থাকে। আর তার কবর এত সংকীর্ণ হয়ে যায় যে, তার এক দিকের পাজর অপর দিকে ঢুকে যায়। এ সময় তার নিকট অতি কুৎসিত চেহারা বিশিষ্ট নোংরা বেশী দুর্গন্ধযুক্ত লোক এসে বলে, তোমাকে দুঃখিত করবে এমন জিনিসের দুঃসংবাদ গ্রহণ কর। এদিন সম্পর্কে তোমাকে পৃথিবীতে ওয়াদা দেওয়া হয়েছিল। তখন সে জিজ্ঞেস করে তুমি কে, কি কুৎসিত তোমার চেহারা, যা মন্দ সংবাদ বহন করে? সে বলবে, আমি তোমার বদ আমল। (আহমাদ মিশকাত হা/১৫৪২, হাদীছ হুহীহ)

অত্র হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে পাপাচার ব্যক্তি কবরেই জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবে। আর সবচেয়ে দুঃখজনক ব্যাপার হচ্ছে তার আমলগুলি এক কুৎসিত চেহারা বিশিষ্ট নোংরা দুর্গন্ধযুক্ত লোকের আকৃতি ধারণ করে এসে বলবে, আমি তোমার বদ আমল তোমার জন্য দুঃসংবাদ বহন করে এনেছি।

কবরের শাস্তি - ২

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنَازَةٍ رَجُلٍ مِّنَ الْأَنْصَارِ فَأَنْتَهَيْنَا إِلَى الْقَبْرِ وَلَمَّا يُلْحَدُ فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ كَأَنَّ عَلِيَّ رُؤُسَنَا الطَّيْرَ وَفِي يَدِهِ عُودٌ يَنْكُثُ بِهِ الْأَرْضَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ اسْتَعِيدُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا.

বারা ইবনে আযিব (রা.) বলেন, আমরা একবার নবী করীম(সা.) -এর সাথে আনছারদের এক লোকের জানাযায় গেছিলাম। আমরা কবরের নিকট গেলাম, কিন্তু তখনও কবর খোঁড়া হয়নি, তখন নবী করীম(সা.) বসলেন, আমরাও তার আশেপাশে বসলাম। আমরা এমন চুপচাপ বসে ছিলাম, যেন আমাদের মাথায় পাখি বসে আছে। তখন নবী করীম(সা.) -এর হাতে একটি কাঠের টুকরা ছিল, যা দ্বারা তিনি চিন্তিত ব্যক্তির ন্যায় মাটিতে দাগ কাটতেছিলেন। অতঃপর তিনি মাথা উঠালেন এবং বললেন আল্লাহর নিকট কবর আযাব হতে পরিত্রাণ চাও। তিনি কথাটি দুই-তিন বার বললেন। (আহমাদ, মিশকাত হা/১৬৩০; বঙ্গানুবা মিশকাত হা/১৫৪২, হাদীছ হুহীহ)

কবরের শাস্তি গভীরভাবে ভাববার বিষয়। কবরের শাস্তি থেকে পরিত্রাণ চাওয়ার জন্য নবী করীম(সা.) আদেশ করেছেন। কথাটি তিনি বারবার বলে মানুষকে কঠোর হুঁশিয়ারী দিয়েছেন।

কবরের শাস্তি - ৩

عَنْ عُمَانَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا وَقَفَ عَلَى قَبْرِ بَنِي حَتَّى يَبْلُغَ لِحْيَتَهُ فَقِيلَ لَهُ تَذَكَّرُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ فَلَا تَبْكِي وَتَبْكِي مِنْ هَذَا فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْقَبْرَ أَوَّلُ مَنْزِلٍ مِنْ مَنَازِلِ

الْآخِرَةِ فَإِنْ نَجَّى مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رَأَيْتُ مَنْظَرًا قَطُّ إِلَّا وَالْقَبْرِ أَفْظَعُ مِنْهُ.

ওসমান (রা.) হতে বর্ণিত তিনি যখন কোন কবরের পাশে দাঁড়াতেন, তখন এমন কাঁদতেন যে, তার দাড়ি ভিজে যেত। একদিন তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি জাহান্নামের এবং জান্নাতের কথা স্বরণ করেন, অথচ কাঁদেন না, আর কবর দেখলেই কাঁদেন, ব্যাপার কি? তিনি বললেন, রাসূল(সা.) বলেছেন, পরকালের বিপদজনক স্থান সমূহের মধ্যে কবর হচ্ছে প্রথম। যদি কেউ সেখানে মুক্তি পেয়ে যায়, তাহলে তার পরের সব স্থানগুলি সহজ হয়ে যাবে। আর যদি কবরে মুক্তি লাভ করতে না পারে তাহলে পরের সব স্থানগুলি আরও কঠিন ও জটিল হয়ে যাবে। অতঃপর তিনি বললেন, নবী করীম (সা.) এটাও বলেছেন যে, আমি এমন কোন জঘন্য ও ভয়াবহ স্থান দেখিনি যা কবরের চেয়ে জঘন্য ও ভয়াবহ হতে পারে। (তিরমিযি বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১২৫, হাদীছ ছহীহ)

অত্র হাদীস হতে বুঝা গেল যে, পরকালের ভয়াবহ স্থানসমূহের প্রথম স্থান হচ্ছে কবর। কবরের বিপদ হতে রক্ষা পেলে, বাকি সব স্থানে রক্ষা পাওয়া যাবে। কবরের ভয়-ভীতি মনে করে আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করা এবং কবরের শাস্তি হতে পরিত্রাণ চাওয়া উচিত।

কবরের শাস্তি - ৪

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الَّذِي تَحَرَّكَ لَهُ الْعَرْشُ وَفُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَشَهِدَهُ سَبْعُونَ أَلْفًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ لَقَدْ ضَمَّ ضَمَّةً ثُمَّ فُرِّجَ عَنْهُ.

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বলেন, সাদ (রা.) মৃত্যুবরণ করলে রাসূল (সা.) বলেন, সাদ এমন ব্যক্তি যার মৃত্যুতে আল্লাহর আরশ কেঁপেছিল, যার জন্য আকাশের দরজা খুলে দেয়া হয়েছিল এবং যার জানাজাতে সত্তর হাজার ফেরেশতা উপস্থিত হয়েছিলেন। কিন্তু এমন ব্যক্তির কবরও সংকীর্ণ করা হয়েছিল। অবশ্য পরে তা প্রশস্ত করা হয়েছিল।

(নাসাঈ, মিশকাত হা/১৩৬)

অত্র হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ভালো মানুষের কবরও সংকীর্ণ হতে পারে। عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أُوجِيَ إِلَيَّ أَنْكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقَبْرِ قَرِيبًا مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ.

আসমা বিনতে আবু বকর (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, তাঁকে অহীর মাধ্যমে বলা হয়েছে যে, দাজ্জালের ফেতনার মতই তোমাদেরকে কবরের ফিতনার মুখোমুখি করা হবে। (নাসাঈ, মিশকাত হা/১৩৭)

দাজ্জালের ফিতনা যেমন বিপদজনক তেমনি বিপদজনক হচ্ছে কবরের ফেতনা।
عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا فذَكَرَ فِتْنَةَ الْقَبْرِ الَّتِي يُفْتَنُ فِيهَا الْمَرْءُ فَلَمَّا ذَكَرَ ذَلِكَ ضَجَّ الْمُسْلِمُونَ ضَجَّةً.

আবু বকর (রা.) -এর মেয়ে আসমা (রাঃ) বলেন, নবী করীম(সা.) একদিন আমাদের মাঝে খুৎবা দিলেন। তাতে কবরের আলোচনা করলেন। কবরের ফেতনার কথা শুনে মুসলমানগণ চিৎকার করে কাঁদতে লাগলেন (বুখারী, মিশকাত হা/১৩৭)

মানুষের সামনে কবরের আলোচনা হওয়া উচিত। কবরের শাস্তি ও ফেতনার ভয়ে কান্নাকাটি করা উচিত।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ أَكْثَرُوْا مِنْ ذِكْرِ هَٰذِهِمِ اللَّذَاتِ الْمَوْتِ.

আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূল(সা.) বলেছেন, তোমরা এমন এক জিনিস খুব বেশি বেশি স্মরণ কর, যা মানুষের জীবনের স্বাদকে ধ্বংস করে দেয়, আর তা হচ্ছে মরণ।
(ইবনে মাজাহ, মিশকাত হা/১৬০৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪২৫৮, হাদীছ হুহীহ)

অত্র হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মানুষের সবচেয়ে স্মরণীয় কথা হচ্ছে মরণ। আর মরণই মানুষের জীবনের সব আশা-আকাঙ্ক্ষাকে শেষ করে দেয়।

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ثُمَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَفْضَلُ قَالَ أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا قَالَ أَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَكْيَسُ قَالَ أَكْثَرُهُمْ لِلْمَوْتِ ذِكْرًا وَأَحْسَنُهُمْ لَمَّا بَعْدَهُ اسْتِعْدَادًا أُولَٰئِكَ الْأَكْيَاسُ.

ইবনে ওমর (রা.) বলেন, আমি রাসূল(সা.) -এর সাথে ছিলাম। হঠাৎ আনসারদের একজন লোক আসলেন। সে নবী করীম(সা.) -কে সালাম করলেন, অতঃপর বললেন, হে আল্লাহর রাসূল(সা.) ! সবচেয়ে উত্তম মুমিন কে? নবী করীম(সা.) বললেন, চরিত্রে যে সবচেয়ে ভালো। তারপর লোকটি জিজ্ঞেস করলেন, সবচেয়ে বুদ্ধিমান মুমিন কে? রাসূল(সা.) বললেন যে, সবচেয়ে বেশি মরণকে স্মরণ করতে পারে আর মরণের পরবর্তী জীবনের জন্য সবচেয়ে সুন্দর প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারে। তারাই সবচেয়ে বেশি বুদ্ধিমান। (ইবনে মাজাহ, হাদীছ হাসান হা/৪২৫৯)

অত্র হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, মরণকে যারা বেশী বেশি স্মরণ করে তারাই বেশী বুদ্ধিমান এবং তারাই পরবর্তী জীবনে বেশি সফলতা অর্জন করতে পারবে।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَرَّ بِقَبْرَيْنِ يُعَذَّبَانِ فَقَالَ إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ.

ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম(সা.) এমন দুটি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যে কবর দুটিতে শাস্তি হচ্ছিল। তখন তিনি বললেন, কবরে এ দু'ব্যক্তিকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে অথচ তাদের বড় পাপের জন্য শাস্তি দেওয়া হচ্ছে না। তাদের একজন পেশাব থেকে সতর্কতা অবলম্বন করত না আর অপরজন চোগলক্ষ্যকারী করে বেড়াত (বুখারী হা/১৩৬১)। অত্র হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পেশাব হতে সতর্ক না থাকলে কবরে শাস্তি হবে।

قَالَ ابْنُ عُمَرَ أَطَّلَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَهْلِ الْقَلْبِ فَقَالَ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا فَقِيلَ لَهُ تَدْعُو أَمْوَاتًا فَقَالَ مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لَا يُؤْجِبُونَ.

ইবনে ওমর (রা.) বলেন, বদরের যুদ্ধে নিহত কাফিরদের যারা কালীব নামক এক গর্তে পড়েছিল, তাদের দিকে বৃকে দেখে নবী করীম(সা.) বললেন, তোমাদের সাথে তোমাদের প্রতিপালক যে ওয়াদা করেছিলেন, তা তোমরা বাস্তবে পেয়েছো তো? (তারা ছিল ৪৪ জন) তখন সাহাবীগণ নবী করীম (সা.) -কে বললেন, আপনি মৃতদের ডেকে কথা বলছেন, ওরা কি আপনার কথা শুনতে পায়? নবী করীম (সা.) বললেন, তোমরা তাদের চেয়ে অধিক বেশী শুনতে পাও না। তারাই তোমাদের চেয়ে বেশী শুনতে পাচ্ছে! তবে তারা জবাব দিতে পারছে না (বাংলা বুখারী ২য় খন্ড, ই: ফা: হা/১৩৭০)

অত্র হাদীস প্রমাণ করে যে, নবী করীম (সা.) বদরের যুদ্ধে নিহত কাফিরদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, তোমরা মরণের পর যে শাস্তি ভোগ করছো এ শাস্তির কথায় আমি তোমাদের বলতাম। এ শাস্তির ব্যাপারেই আল্লাহ সতর্ক করেছিলেন। যা তোমরা অস্বীকার করেছিলে। আর এটা হচ্ছে কবরের শাস্তি। জাহান্নাম-জাহান্নাতের বিষয়টি বিচারের পর।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُمْ لَيَعْلَمُونَ الْآنَ إِنَّ مَا كُنْتُ أَقُولُ لَهُمْ حَقٌّ.

আয়েশা (রাঃ) বলেন, নবী করীম(সা.) বলেছেন, নিশ্চয়ই তারা এখন ভালোভাবে জানতে ও বুঝতে পেরেছে যে, কবরের শাস্তি প্রসঙ্গে আমি তাদের যা বলতাম, তা বাস্তব ও চূড়ান্ত সত্য (বাংলা বুখারী ২য় খন্ড ই: ফা: হা/১৩৭১)।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو وَيَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ.

আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, নবী করীম (সা.) কবরের শাস্তি হতে পরিত্রাণ চেয়ে প্রার্থনা করতেন- হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট কবরের শাস্তি হতে পরিত্রাণ চাই, জাহান্নামের শাস্তি হতে আশ্রয় চাই, জীবন ও মরণের ফেতনা হতে পরিত্রাণ চাই এবং দাজ্জালের ফেতনা হতে পরিত্রাণ চাই (বুখারী হা/১৩৭৭)।

হাদীসে বুঝা যায় যে, নবী করীম (সা.) কবরের শাস্তি হতে নিয়মিত পরিত্রাণ চাইতেন। এজন্য সকল মানুষের জরুরী কর্তব্য হচ্ছে, কবরের শাস্তি হতে পরিত্রাণ চাওয়া (বাংলা বুখারী হা/১৩৮৫)। তারপর অত্র হাদীসে যেসব শাস্তির কথা রয়েছে তা কবরেও হতে থাকে।

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَقْتُلُهُ بَطْنُهُ فَلَنْ يُعَذَّبَ فِي قَبْرِهِ.

রাসূল (সা.) বলেন, যারা পেটের অসুখে মারা যায় তাদের কবরের শাস্তি হবে না (নাসাঈ হা/২০৫২; হাদীছ ছহীহ)।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ إِلَّا وَقَاهُ اللَّهُ فِتْنَةَ الْقَبْرِ.

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, যে কোন মুসলমান জুম'আর রাতে অথবা জুম'আর দিনে যদি মারা যায়, তাহলে আল্লাহ তাকে কবরের শাস্তি হতে রক্ষা করেন (আহমাদ, মিশকাত হা/১৩৬৭, হাদীছ ছহীহ)।

কবরের শাস্তি চূড়ান্ত যা অত্র হাদীস দ্বারা প্রমাণ হয়। জুম'আর দিন কোন মুসলমান মারা গেলে তাকে কবরের শাস্তি হতে রক্ষা করা হয়।

কবরের শাস্তি - ৫

عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلشَّهِيدِ عِنْدَ اللَّهِ سِتُّ خِصَالٍ يُغْفَرُ لَهُ فِي أَوَّلِ دَفْعَةٍ وَيُرَى مَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَيَجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَيَأْمَنُ مِنَ الْفَرْعِ الْأَكْبَرِ وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ الْيَاقُوتَةُ مِنْهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَيَرْوَجُ ثَنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ زَوْجَةً مِنَ الْخُورِ الْعَيْنِ وَيُسْفَعُ فِي سَبْعِينَ مِنْ أَقْرَبَائِهِ.

মেক্দাম ইবনে মা'দী কারেব (রা.) বলেন, রাসূল(সা.) বলেছেন, আল্লাহর নিকট শহীদের জন্য ছয়টি বিশেষ পুরস্কার রয়েছে। (১) শরীরের রক্তের প্রথম ফোটা ঝরতেই তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয় এবং প্রাণ বের হওয়ার পূর্বেই তার জান্নাতের জায়গাটি তাকে দেখিয়ে দেয়া হয় (২) কবরের শাস্তি হতে তাকে রক্ষা করা হয় (৩) কিয়ামতের দিনের ভয়াবহতা থেকে রক্ষা করা হবে। (৪) তার মাথার উপর সম্মান ও মর্যাদার মুকুট পরানো হবে। তাতে থাকবে একটি ইয়াকুত, যা দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে

সবকিছুর চেয়ে উত্তম। (৫) তাকে বড় বড় চক্ষু বিশিষ্ট ৭২ জন ছর দেয়া হবে এবং (৬) তার সত্তর জন নিকটতম আত্মীয়ের সুপারিশ কবুল করা হবে। হাদীসে বুঝা যায় কবরের শাস্তি চূড়ান্ত, তবে যারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে এবং তাদের জানমাল কোন কিছু নিয়ে ফিরেনি অর্থাৎ শহীদ হয়, তাদেরকে কবরের শাস্তি হতে রক্ষা করা হবে (ইবনে মাজাহ, মিশকাত হা/৩৮৩৪)।

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جَنَازَةٍ فَحَفِظْتُ مِنْ دُعَائِهِ وَهُوَ يَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَ أَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ وَاعْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالتَّلَجِ وَالْبَرْدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِدْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ وَفِي رِوَايَةٍ وَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ قَالَ حَتَّى تَمَيِّتُ أَنْ أَكُونَ أَنَا ذَلِكَ الْمَيِّتُ.

আ'ওফ ইবনে মালিক (রা.) বলেন, নবী করীম (সা.) একবার এক জানাজার সালাত আদায় করলেন। আমি তার দো'আর কিছু অংশ মনে রেখেছি। তিনি তাতে বললেন, হে আল্লাহ! তুমি তাকে ক্ষমা কর, তার প্রতি দয়া কর, তার প্রতি নিরাপত্তা অবতীর্ণ কর, তাকে ক্ষমা কর, তাকে সম্মানিত আতিথ্য দান কর, তার থাকার স্থানকে প্রসারিত কর, তাকে পানি, বরফ ও তুষার দ্বারা ধুয়ে দাও, অর্থাৎ তার গুনাহ্ মাফ করে দাও। তাকে গুনাহ্ খাতা হতে পরিস্কার কর যেভাবে তুমি পরিস্কার কর সাদা কাপড়কে ময়লা হতে। তার ঘর অপেক্ষা উত্তম ঘর তাকে দান কর, তার পরিবার অপেক্ষা উত্তম পরিবার তাকে দান কর, তার স্ত্রী অপেক্ষা উত্তম স্ত্রী দান কর, তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও এবং কবরের আযাব থেকে রক্ষা কর এবং জাহান্নামের শাস্তি থেকে বাঁচাও। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে তাকে কবরের ফেতনা হতে বাঁচাও এবং জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা কর। বর্ণনাকারী বলেন, আমি আকাজ্খা করছিলাম যে, যদি ঐ মৃত্যু ব্যক্তি আমিই হতাম (বাংলা মুসলিম ৪র্থ খন্ড, মিশকাত হা/১৫৬৬)। অত্র হাদীস দ্বারা বুঝা গেল জানাজার সময় নবী করীম (সা.) কবরের শাস্তি হতে পরিত্রাণ চাইতেন।

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَعِيذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ وَقَالَ إِنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي قُبُورِكُمْ.

আয়েশা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সা.) সর্বদা আল্লাহর নিকট কবরের শাস্তি হতে আশ্রয় চাইতেন। আর দাজ্জালের ফিতনা হতে পরিত্রাণ চাইতেন এবং বলতেন তোমাদেরকে কবরে বিপদের মুখোমুখি করা হবে (নাসাঈ হা/২০৬৫; হাদীছ ছহীহ)।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلْتُ عَلَى عَجُوزَتَيْنِ مِنْ عَجُزِ يَهُودِ الْمَدِينَةِ فَقَالَتَا إِنَّ أَهْلَ الْقُبُورِ يُعَذَّبُونَ فِي قُبُورِهِمْ فَكَذَّبْنَاهُمَا وَلَهُمْ أَنْعَمُ أَنْ أُصَدِّقَهُمَا فَخَرَجَتَا وَدَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ فَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عَجُوزَتَيْنِ مِنْ عَجُزِ يَهُودِ الْمَدِينَةِ قَالَتَا إِنَّ أَهْلَ الْقُبُورِ يُعَذَّبُونَ فِي قُبُورِهِمْ قَالَ صَدَقْنَا أَنَّهُمْ يُعَذَّبُونَ عَذَابًا تَسْمَعُهُ الْبَهَائِمُ كُلُّهَا فَمَا رَأَيْتُهُ صَلَّى صَلَاةً إِلَّا تَعَوَّدَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

আয়েশা (রাঃ) বলেন, মাদীনার ইহুদী বৃদ্ধা মহিলাদের মধ্য হতে দুজন বৃদ্ধা মহিলা আমার নিকট আসল এবং বলল, নিশ্চয়ই কবরবাসীকে তাদের কবরে শাস্তি দেয়া হয়। তাদের কথা বিশ্বাস করতে না পারায় আমি তাদের কথা অস্বীকার করলাম। তারপর নবী করীম (সা.) আমার নিকট আসলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল(সা.) ! মদীনার বৃদ্ধা মহিলাদের মধ্য হতে দুজন বৃদ্ধা মহিলা বলল, নিশ্চয়ই কবরবাসীকে তাদের কবরে শাস্তি দেয় হয়। নবী করীম (সা.) বললেন, তারা ঠিক বলেছে। নিশ্চয় তাদেরকে কবরে এত কঠিন শাস্তি দেয়া হয় যে, সমস্ত চতুষ্পদ প্রাণী শুনতে পায়। আয়েশা (রাঃ) বলেন, তারপর থেকে আমি রাসূল(সা.) -কে এমন কোন সালাত আদায় করতে দেখিনি যে, তিনি সালাত শেষে কবরের শাস্তি হতে পরিত্রাণ চাইতেন না। অর্থাৎ কোন সালাত আদায় করলে সালাত শেষে কবরের শাস্তি হতে পরিত্রাণ চাইতেন। হাদীসে বুঝা গেল কবরের শাস্তি হতে পরিত্রাণ চাওয়া আমাদের জন্য একান্ত জরুরী। সামুরা ইবনে জুনদুব (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা.) -এর অভ্যাস ছিল তিনি ফজরের নামায শেষে প্রায় আমাদের দিকে মুখ করে বসতেন এবং জিজ্ঞেস করতেন, তোমাদের কেউ আজ রাতে কোন স্বপ্ন দেখেছ কি? বর্ণনাকারী বলেন, আমাদের কেউ স্বপ্ন দেখে থাকলে সে তাঁর নিকট বলত। আর তিনি আল্লাহর হুকুম মোতাবেক তার তা'বীর বর্ণনা করতেন। যথারীতি একদিন সকালে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কেউ (আজ রাতে) কোন স্বপ্ন দেখেছে কি? আমরা বললাম, না। তখন তিনি বললেন, কিন্তু আমি দেখেছি। আজ রাতে দুই ব্যক্তি আমার নিকট আসল এবং তারা উভয়ে আমার হাত ধরে একটি পবিত্র ভূমির দিকে (সম্ভবত তা শাম বা সিরিয়ার দিকে) নিয়ে গেল। দেখলাম, এক ব্যক্তি বসে আছে আর অপর এক ব্যক্তি লোহার সাঁড়াশি হাতে দাঁড়ানো। সে তা উক্ত

বসা ব্যক্তির গালের ভিতরে ঢুকিয়ে দেয় এবং তা দ্বারা চিরে গর্দানের পিছন পর্যন্ত নিয়ে যায়। অতঃপর তার দ্বিতীয় গালের সাথে অনুরূপ ব্যবহার করে। ইত্যবসরে প্রথম গালটি ভালো হয়ে যায়। আবার সে (প্রথমে যেভাবে চিরেছিল) পুনরায় তাই করে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এটা কি? তারা উভয়ে বলল, সামনে চলুন। সম্মুখের দিকে চললাম। অবশেষে আমরা এমন এক ব্যক্তির কাছে এসে পৌঁছলাম, যে ঘাড়ের উপর চিৎ হয়ে শুয়ে রয়েছে, আর অপর এক ব্যক্তি একখানা ভারী পাথর নিয়ে তার মাথার

কাছে দাঁড়িয়ে আছে। সে তার আঘাতে শায়িত ব্যক্তির মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ করছে। যখনই সে পাথরটি নিক্ষেপ করে (মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে) তা গড়িয়ে দূরে চলে যায়, তখনই সে লোকটি পুনরায় পাথরটি তুলে আনতে যায় সে ফিরে আসার পূর্বে ঐ ব্যক্তির মাথাটি পূর্বের ন্যায় ঠিক হয়ে যায় এবং পুনরায় সে তা দ্বারা তাকে আঘাত করে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এটা কি? তারা উভয়ে বলল, সামনে চলুন। আমরা সম্মুখের দিকে অগ্রসর হলাম। অবশেষে একটি গর্তের নিকট এসে পৌঁছলাম, যা তন্দুরের মত ছিল। তার উপর অংশ ছিল সংকীর্ণ এবং ভিতরের অংশটি ছিল প্রশস্ত। তার তলদেশে আগুন প্রজ্জ্বলিত ছিল। আগুনের লেলিহান শিখা যখন উপরের দিকে উঠত, তখন তার ভিতরে যারা রয়েছে তারাও উপরে উঠে আসত এবং উক্ত গর্ত হতে বাহিরে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হতো আর যখন অগ্নিশিখা কিছুটা শিথিল হতো। তখন তারাও পুনরায় ভিতরের দিকে চলে যেত। তার মধ্যে রয়েছে কতিপয় উলঙ্গ নারী ও পুরুষ। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এটা কি? তারা উভয়ে বলল, সামনে চলুন, সুতরাং সম্মুখের দিকে অগ্রসর হলাম এবং একটি রক্তের নহরের নিকট এসে পৌঁছলাম। দেখলাম, তার মধ্যস্থলে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছে এবং নহরের তীরে একজন লোক দন্ডায়মান। আর তার সম্মুখে রয়েছে প্রস্তরখন্ড। নহরের ভিতরের লোকটি যখন তা থেকে বের হওয়ার উদ্দেশ্যে কিনারার দিকে অগ্রসর হতে চায়, তখন তীরে দাঁড়ানো লোকটি ঐ লোকটির মুখের উপর লক্ষ্য করে পাথর নিক্ষেপ করে এবং সে লোকটিকে ঐ স্থানে ফিরিয়ে দেয় যেখানে সে ছিল। মোটকথা, লোকটি যখনই বাহিরে আসার চেষ্টা করে, তখনই তার মুখের উপর পাথর মেলে, যেখানে ছিল পুনরায় সেখানে ফিরিয়ে দেয়। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এটা কি? সঙ্গীদ্বয় বলল, সামনে চলুন। আমরা সম্মুখে অগ্রসর হয়ে শ্যামল সুশোভিত একটি বাগানে পৌঁছলাম। বাগানে ছিল একটি বিরাট বৃক্ষ। আর উক্ত বৃক্ষটির গোড়ায় উপবিষ্ট ছিলেন, একজন বৃদ্ধ লোক এবং বিপুল সংখ্যক বালক। এ বৃক্ষটির সন্নিহিতে আরেক ব্যক্তিকে দেখতে পেলাম, যার সম্মুখে রয়েছে আগুন, যাকে সে প্রজ্জ্বলিত করছে। এরপর আমার সঙ্গীদ্বয় আমাকে ঐ বৃক্ষের উপরে আরোহণ করালো এবং সেখানে তারা আমাকে বৃক্ষরাজির মাঝখানে এমন একখানা গৃহে প্রবেশ করালো যে, এরূপ সুন্দর ও মনোরম ঘর আমি আর কখনো দেখিনি। তার মধ্যে ছিল কতিপয় বৃদ্ধ, যুবক, নারী ও বালক। অনন্তর তারা উভয়ে আমাকে সে ঘর হতে বের করে বৃক্ষের আরও উপরে চড়ালো এবং এমন একখানা গৃহে প্রবেশ করালো যা পথমটি হতে সমধিক সুন্দর ও উত্তম। তাতেও দেখলাম, কতিপয় বৃদ্ধ ও যুবক। অনন্তর আমি

উক্ত সঙ্গীদ্যকে বললাম, আপনারা উভয়েই তো আমাকে আজ সারা রাতে অনেক কিছু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখালেন। এখন বলেন, আমি যা কিছু দেখেছি তার তাৎপর্য কি? তারা উভয়ে বলল, হ্যাঁ, (আমরা তা জানাবো)। ঐ যে এক ব্যক্তিকে দেখেছেন সাঁড়াশি দ্বারা যার গাল চিরা হচ্ছে, সে মিথ্যাবাদী, সে মিথ্যা বলতো এবং তার নিকট হতে মিথ্যা রটানো হতো। এমন কি তা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ত। অতএব, তার সাথে কিয়ামত পর্যন্ত ঐ আচরণ করা হবে, যা আপনি দেখেছেন। আর যে ব্যক্তির মস্তক পাথর মেরে ঘায়েল করতে দেখেছেন, সে ঐ ব্যক্তি, আল্লাহ তা'আলা যাকে কুরআন শিক্ষা দিয়েছিলেন, কিন্তু সে কুরআন হতে গাফেল হয়ে রাতে ঘুমাতো এবং দিনেও তার নির্দেশ মোতাবেক আমল করত না। সুতরাং তার সাথে কিয়ামত পর্যন্ত ঐ আচরণই করা হবে, যা আপনি দেখেছেন। আর (আগুনের) তন্দুরে যাদেরকে দেখেছেন, তারা হলো যিনাকারী (নারী-পুরুষ)। আর ঐ ব্যক্তি যাকে (রক্তের) নহরে দেখেছেন, সে হলো সুদখোর। আর ঐ বৃদ্ধ ব্যক্তি যাকে একটি বৃক্ষের গোড়ায় উপবিষ্ট দেখেছেন, তিনি হলেন হযরত ইবরাহীম (আঃ) তাঁর চতুষ্পার্শ্বে শিশুরা হলো মানুষের সন্তানাদি। আর যে লোকটিকে অগ্নিকুন্ড প্রজ্জ্বলিত করতে দেখেছেন, সে হলো দোযখের দারোগা মালেক। আর প্রথম যে ঘরটিতে আপনি প্রবেশ করেছিলেন, তা (জান্নাতের মধ্যে) সর্বসাধারণ মুমিনদের গৃহ। আর যে ঘর যে পরে দেখেছেন, তা শহীদদের ঘর। আর আমি হলাম, জিব্রাইল এবং ইনি হলেন, মীকায়ীল। এবার আপনি মাথাটি উপরের দিকে তুলে দেখুন। তখন আমি মাথাটি তুলে দেখলাম, যেন আমার মাথার উপরে মেঘের মত কোন একটি জিনিস রয়েছে। অপর এক বর্ণনায় আছে, একের পর এক স্তরবিশিষ্ট সাদা মেঘের মত কোন জিনিস দেখলাম। তাঁরা বললেন, তা আপনারই বাসস্থান। আমি বললাম, আমাকে সুযোগ দিন আমি আমার ঘরে প্রবেশ করি। তারা বললেন, এখনও আপনার হায়াত বাকী আছে, যা আপনি এখনো পূর্ণ করেননি। আপনার যখন নির্দিষ্ট হায়াত পূর্ণ হবে, তখন আপনি আপনার বাসস্থানে প্রবেশ করবেন (বুখারী, বাংলা মিশকাত হা/৪৪১৬)।

অত্র হাদীসে যে কঠোর শাস্তির কথা বলা হয়েছে, তা মরণের পরে কবরের শাস্তির কথা বলা হয়েছে। একমাত্র আল্লাহর ভয় মানুষের অন্তরে থাকলে মানুষ কবরের শাস্তি হতে রক্ষা পেতে পারে।

কবরের শাস্তি - ৬

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَّبِعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثَةٌ فَيَرْجِعُ اِثْنَانِ وَيَبْقَى مَعَهُ وَاحِدٌ يَتَّبِعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ.

আনাস (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, মৃত ব্যক্তি যখন কবর স্থানে যায় তার সাথে তিনটি জিনিস যায়। দুটি জিনিস ফিরে আসে আর একটি জিনিস তার সাথে থেকে যায়। তার সাথে যায় তার পরিবারের সদস্য, সম্পদ ও তার আমল। তার পরিবারের সদস্য ও তার সম্পদ ফিরে আসে, আর তার আমল তার সাথে থেকে যায় (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫১৬৭)

অত্র হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মানুষ যেদিন নিরুপায় হবে, সে দিন মানুষের কোন সহযোগী থাকবে না, সে দিন তার সহযোগী হবে একমাত্র তার আমল।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ يَهُودِيَّةٌ فَاسْتَطْعَمَتْ عَلَى بَابِي فَقَالَتْ أَطْعُمُونِي أَعَاذَكُمُ اللَّهُ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ وَمِنْ فِتْنَةِ عَذَابِ الْقَبْرِ فَلَمْ أَزَلْ أَحْبِسُهَا حَتَّى آتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ! مَا تَقُولُ هَذِهِ الْيَهُودِيَّةُ؟ قَالَ وَمَا تَقُولُ قُلْتُ تَقُولُ أَعَاذَكُمُ اللَّهُ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ وَمِنْ فِتْنَةِ عَذَابِ الْقَبْرِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ فَرَفَعَ يَدَيْهِ مَدًّا يَسْتَعِينُ بِاللَّهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ وَمِنْ فِتْنَةِ عَذَابِ الْقَبْرِ.

আয়েশা (রাঃ) বলেন, একজন ইহুদী মহিলা আমার দরজায় এসে খেতে চাইল, সে বলল, আমাকে খেতে দিন, আল্লাহ আপনাদেরকে দাজ্জালের ফিতনা ও কবরের আযাবের ফেতনা হতে পরিত্রাণ দিবেন। তখন আমি রাসূল (সা.) বাড়ি আসা পর্যন্ত তাকে ধরে রাখলাম। রাসূল (সা.) যখন আসলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (সা.) ! এ ইহুদী মহিলা কি বলে? নবী করীম (সা.) বলেন, সে কি বলছে? আমি বললাম, সে বলছে আল্লাহ আপনাদেরকে দাজ্জালের ফেতনা ও কবরের আযাবের ফেতনা হতে রক্ষা করুন। তখন রাসূল(সা.) দাঁড়ালেন এবং হাত তুলে দোআ করলেন, এ সময় তিনি দাজ্জালের ফিতনা এবং কবরের আযাবের ফেতনা হতে পরিত্রাণ চাচ্ছিলেন (আহমাদ হা/২৪৯৭০; তাফসীর দুররুল মানছুর ৫/৩৪ পৃঃ, হাদীছ ছহীহ)।

অত্র হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, পূর্বের লোকেরাও কবরের আযাবকে ভয় করত এবং পরিত্রাণ চাইত। নবী করীম (সা.) কবরের শাস্তি হতে পরিত্রাণ চাওয়ার সময় হাত তুলে প্রার্থনা করেন এবং প্রার্থনায় কবরের আযাব হতে পরিত্রাণ চাইলেন। পাঠক-পাঠিকাদের প্রতি আমার অনুরোধ থাকবে অত্র বিষয়টি পাঠ করার পর কবরের আযাবকে বিশ্বাস করে আল্লাহর ভয়-ভীতি মনে নিয়ে কবরের আযাব হতে হাত তুলে

প্রার্থনা করে পরিত্রাণ চাইবেন। আল্লাহ সকল মুসলিম নারী-পুরুষকে কবরের শান্তি হতে রক্ষা করুন।

মৃত্যুর স্মরণ

মৃত্যুর স্মরণ ও পরকালের প্রস্তুতি হলো মুমিনের ঈমানি দায়িত্ব, যা দুনিয়ার মোহ কমিয়ে পরপারের পাথেয় সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ করে। মৃত্যুর কথা বেশি বেশি স্মরণ করা, খাঁটি তওবা করা, ফরজ ইবাদত আদায় এবং হারাম কাজ থেকে বিরত থাকাই হলো পরকালের সর্বোত্তম প্রস্তুতি। এটি মানুষকে আল্লাহর দিকে ফেরায় এবং স্থায়ী জীবনের জন্য আমল করতে সাহায্য করে।

মৃত্যুর স্মরণ ও পরকালের প্রস্তুতির মূল দিকগুলো:

- বেশি বেশি মৃত্যু স্মরণ: রাসূল (সা.) মৃত্যুকে "স্বাদ আস্বাদনকারী" (হাদিস অনুযায়ী) বা ভোগ-বিলাস নষ্টকারী বিষয় হিসেবে বেশি স্মরণ করতে বলেছেন।
- খাঁটি তওবা ও সংশোধন: পাপ কাজ থেকে ফিরে এসে আল্লাহর কাছে মাফ চাওয়া এবং নতুন করে গুনাহমুক্ত জীবন শুরু করা।
- পরকালের পাথেয় সঞ্চয়: সুস্থ ও জীবিত থাকাকালীন সময়ে বেশি বেশি নেক আমল, সদকা-ই-জারিয়া (যেমন- মসজিদ নির্মাণ, জ্ঞান বিতরণ) করা।
- ফরজ ইবাদত ও হালাল রিজিকে মনোযোগ: সঠিক সময়ে নামাজ আদায়, রোজা রাখা এবং হারাম উপার্জন থেকে বেঁচে থাকা।
- কবরের আজাব ও আখেরাত স্মরণ: মৃত্যুর পরের বারযাখী জীবন বা কবরের আজাব ও পরকালীন জবাবদিহিতার ভয় অন্তরে পোষণ করা।

কেন মৃত্যুর স্মরণ প্রয়োজন

মৃত্যুর চিন্তা মানুষকে বাস্তবতায় ফেরায় এবং পরকালীন জীবনের জন্য প্রস্তুতি নিতে উৎসাহ দেয়। এটি অহংকার ও দুনিয়ার প্রতি অতিরিক্ত আসক্তি দূর করে, ফলে মানুষ অল্পতেই সন্তুষ্ট থাকে।

সারকথা: মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী এবং যে কোনো সময় আসতে পারে, তাই প্রতিদিনের জীবনকে আখিরাতে প্রস্তুতি হিসেবে গণ্য করা এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অনুযায়ী চলা মুমিনের প্রধান কাজ।

মৃত্যুর আগে সাত প্রস্তুতি

মৃত্যু আসবেই। এটা এক অবধারিত বিষয়। কেউ তা থেকে পলায়ন করতে পারবে না। এমনকি কার মৃত্যু কখন হবে, কোথায় হবে এ কথাও কেউ জানে না। মৃত্যুর বিষয়টি শুধু আল্লাহই জানেন। তাইতো তিনি বলেন-

وَمَا تَذَرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۖ وَمَا تَذَرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ
'কেউ জানে না আগামীকাল সে কী উপার্জন করবে এবং কেউ জানে না কোন স্থানে সে মৃত্যুবরণ করবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয়ে সম্যক জ্ঞাত।' (সূরা লোকমান: আয়াত ৩৪)

এ কারণেই মুমিন মুসলমানের উচিত, মৃত্যুর আগে ৭টি প্রস্তুতি গ্রহণ করা। যাতে মৃত্যুর সময় কিংবা মৃত্যু পরবর্তী সময়ে কাজে লাগে। সেগুলো হলো-

১. ঈমানকে বিশুদ্ধ করা

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ اُنْثَىٰ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ وَ لَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

‘যদি কোনো পুরুষ বা নারী ভালো কাজ করে এবং সে ঈমানদার হয়, আমি অবশ্যই তাদেরকে (দুনিয়াতে) পবিত্র জীবন দিয়ে জীবিত রাখবো এবং (আখেরাতে) তাদের ভালো কাজের সর্বোত্তম পুরস্কার দেব।’ (সূরা নাহল: আয়াত ৯৭)

২. নেক আমল দিয়ে জীবনকে সাজানো

মুমিন বান্দা যে কাজে নিজের জীবন অতিবাহিত করবে, সে কাজের ওপরই তার মৃত্যু হবে। যদি কেউ কোরআন-সুন্নাহ মোতাবেক জীবন-যাপন করে তবে তার মৃত্যুও কোরআন-সুন্নাহর আলোকে হবে। এ কারণেই দুনিয়ার জীবনে কোরআন-সুন্নাহর নির্দেশনা অনুযায়ী নেক আমলে জীবন সাজানো জরুরি।

৩. তওবা করতে থাকা

হজরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি একই মজলিশে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইসতেগফার একশত বার গণনা করতাম। তিনি বলতেন-

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْعَفُورُ

অর্থ: ‘হে পরওয়াদেগার! তুমি আমাকে মাফ কর এবং আমার তাওবা কবুল কর। কেননা তুমি হলো তাওবা কবুলকারী এবং ক্ষমাকারী। (মুসনাদে আহমদ, তিরমিজি, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ ও মিশকাত)

৪. বেশি বেশি মৃত্যুর কথা স্মরণ করা

হজরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলো- হে আল্লাহর রাসুল! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সবচেয়ে বুদ্ধিমান লোক কে? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি বেশি বেশি মৃত্যুকে স্মরণ করে এবং মৃত্যু পরবর্তী জীবনের প্রস্তুতি গ্রহণে ব্যস্ত থাকে। (ইবনে মাজাহ)

৫. অসিয়ত লিখে রাখা

মৃত্যুর আগে নিজের সম্পদের সুষম বণ্টনের অসিয়ত লিখে রেখে যাওয়া জরুরি। যাতে তার মৃত্যুর পর ওয়ারিশ ও পাড়া-প্রতিবেশিরা তার রেখে যাওয়া সম্পদ তারই লিখে রেখে যাওয়া অসিয়ত অনুযায়ী বণ্টন করতে পারে।

৬. ঈমানের ওপর অটল থাকার দোয়া করা

ঈমানের উপর অটল থাকতে নির্জনে আল্লাহর কাছে বেশি বেশি দোয়া করা। যাতে দুনিয়ার জীবনের সার্বিক কল্যাণ ও পরকালের অন্তিম মুহূর্তে ঈমান ও প্রশান্তির মৃত্যু নসিব হয়। তাই চোখের পানি ফেলে আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করা। বেশি বেশি এ দোয়াগুলো করা-

اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ >

অর্থ: ‘আমাদের সহজ সরল পথের হেদায়েত দিন। যে পথে চলা লোকদের ওপর আপনি নেয়ামত দান করেছেন। অভিশপ্ত ও গোমরাহির পথ থেকে বিরত রাখেন।’

رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَقَّنَا مُسْلِمِينَ >

অর্থ: হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদের ধৈর্যদান করুন এবং মুসলিম হিসেবে মৃত্যু দান করুন।’

৭. এই কাজগুলো বেশি করা-

হজরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘মুমিনের মৃত্যুর পরও তার যেসব নেক আমল ও নেক কাজের সওয়াব তার কাছে সবসময় পৌঁছাতে থাকবে, তাহলো-

১. ইলম বা জ্ঞান: যা সে শিখেছে এবং প্রচার করেছে;

২. নেক সন্তান: যাকে সে দুনিয়ায় রেখে গেছে;

৩. কোরআন: যা সে উত্তরাধিকারীদের জন্য রেখে গেছে;

৪. মসজিদ: যা সে নির্মাণ করে গেছে;

৫. মুসাফিরখানা: যা সে পথিক মুসাফিরদের জন্য নির্মাণ করে গেছে;

৬. কূপ বা ঝর্ণা: যা সে খনন করে গেছে মানুষের পানি ব্যবহার করার জন্য এবং

৭. দান-খয়রাত: যা সুস্থ ও জীবিতাবস্থায় তার ধন- সম্পদ থেকে দান করে গেছে।

মৃত্যুর পরও এসব নেক কাজের সওয়াব তার কাছে পৌঁছাতে থাকবে।’ (ইবনু মাজাহ, ইবনু খুজায়মা, মিশকাত)

এ ছাড়াও জীবিত অবস্থায় মৃতব্যক্তিদের জন্য দান-সাদকা করা, হজ করা, ওমরা করা, রোজা রাখা ও কোরবানি করা আবশ্যিক ইবাদত-বন্দেগি। তাই সব সময় মৃত্যুর কথা স্মরণ করা। এমনকি কোনো ব্যক্তি যদি বুঝতে পারে যে, তার মৃত্যু আসন্ন তবে তাদের উচিত আল্লাহর ইবাদতে নিয়োজিত করা। পরকালের অন্ততকালের কথা স্মরণ করে নিজেকে আল্লাহর জন্য উৎসর্গ করার প্রস্তুতি নেওয়া।

আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহর সব মুমিন বান্দাকে মৃত্যুর আগে উল্লেখিত অসিয়তগুলো যথাযথভাবে মেনে চলার মাধ্যমে দুনিয়া ও পরকালের কল্যাণ পাওয়ার তাওফিক দান করুন।

মৃত্যু আসবেই

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য। তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর সমীপেই ফিরে যেতে হবে। শান্তি বর্ষিত হোক আমাদের রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি।

এই ধরার বুকো যারাই আগমন করেছে, তাদেরই পালাক্রমে আপন গন্তব্যের দিকে যেতে হবে। আজ আমরা যারা এই ধরাতে অবস্থান করছি, আজ থেকে ১০০ বছর পর কেউ হয়তো থাকবে না। সকলকেই পাড়ি জমাতে হবে না ফেরার দেশে, যেখানে কেউ গেলে আর ফিরে আসে না। আজ যে প্রতাপ ও দাপট নিয়ে চলছি কিছুকাল পর সেই দাপটের উপর মৃত্যু এসে হানা দিয়ে সবকিছু তছনছ করে দিবে। আল্লাহ তাআলা বলেন-

قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

‘বলুন, তোমরা যে মৃত্যু হতে পলায়ন কর, সেই মৃত্যুর সাথে তোমাদের সাক্ষাৎ হবেই। অতঃপর তোমরা উপস্থিত হবে অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাত আল্লাহর নিকট এবং তোমাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হবে যা তোমরা করতে’ (আল-জুমুআ, ৬২/৮)। মৃত্যুর হাত থেকে যদি কেউ মুক্তি পেত, তাহলে বিশ্বনবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুক্তি পেতেন। তাঁকেও মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে। হাদীসে এসেছে, আয়েশা রদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন

مَا رَأَيْتُ أَحَدًا الْوَجَعَ عَلَيْهِ أَشَدُّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

‘আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চেয়ে বেশি রোগযন্ত্রণায় কষ্ট পেতে হয়েছে এমন কাউকে দেখিনি’।

অন্য একটি হাদীসে এসেছে, আয়েশা রদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন

مَاتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ حَاقِنَتِي وَذَاقِنَتِي فَلَا أَكْرَهُ شِدَّةَ الْمَوْتِ لِأَحَدٍ أَبَدًا,

‘নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার বুক ও চিবুকের মাঝে মাথা রেখে মৃত্যুবরণ করেছেন। তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পর আর কারো মৃত্যু যন্ত্রণাকে আমি খারাপ মনে করি না’।

আয়েশা রদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, ‘...তাঁর সামনে একটি পাত্রে পানি রাখা ছিল। তাতে তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয় হাত ঢুকিয়ে হাত দুটি দ্বারা আপন চেহারা মাসাহ করতে লাগলেন। এ সময় তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছিলেন

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكْرَاتٍ,

‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, অবশ্যই মৃত্যুর যন্ত্রণা ভীষণ’। অতঃপর তিনি হাত উঠিয়ে আকাশের দিকে ইঙ্গিত করে বলতে থাকলেন

অর্থাৎ ‘উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন বন্ধুর সাথে (আমাকে মিলিত করো)’-এ কথা বলতে বলতে তিনি ইত্তিকাল করেন এবং তাঁর হাত নিচে নেমে আসে’।

এই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানবের মৃত্যুর অবস্থা যদি এমন হয়, তাহলে আমাদের কী অবস্থা হবে! একটু ভাবনার চাদর এপাশ-ওপাশ করুন! আমরা আমাদের জীবনের শেষ সময়ের কথা কতটুকু চিন্তা করি! আমাদের সামনে যখন মৃত্যু হাজির হবে, তখন কেমন ব্যবহার করা হবে আমাদের সাথে! আমাদের মৃত্যুর অন্তিম মুহূর্তে কি আল্লাহর পক্ষ থেকে নিরপত্তা ও শান্তির বার্তা শোনানো হবে নাকি আযাব ও শাস্তির বার্তা শোনানো হবে? আমাদের কোন জিনিস মৃত্যুর স্মরণ থেকে গাফেল করে রেখেছে? সমাজের মানুষের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায়, তারা নিজেদের নিরাপদ মনে করে। তারা মনে করে চিরকাল দুনিয়াতে অবস্থান করবে। কখনই মৃত্যুবরণ করবে না! অথচ মৃত্যু তাদের নিকটে অবস্থান করছে। নির্দিষ্ট সময় আসার সাথে সাথেই তার সাথে আলিঙ্গন করতে হবে! একজন কয়েদী যখন জানতে পারে কিছুদিন পর তার ফাঁসি দেওয়া হবে, তখন কি সে শান্তিতে ঘুম ও তৃপ্তিসহকারে খাদ্য গ্রহণ করতে পারে? না, সে কখনো তা পারে না! ঠিক তেমনিভাবে আমরাও কি অঘোষিত মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি নই? মৃত্যু যে কোনো সময় আমাদের সামনে হাজির হতে পারে। ইবনু উমার রদিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার শরীরের এক অংশ ধরে বললেন

كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ وَعُدَّ نَفْسَكَ فِي أَهْلِ الْقُبُورِ,

‘পৃথিবীতে অপরিচিত মুসাফির অথবা পথযাত্রীর মতো জীবন-যাপন করো। আর প্রতিনিয়ত নিজেকে কবরবাসী মনে করো’। অন্য হাদীসে এসেছে,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْكِبِي فَقَالَ كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ إِذَا أُمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ. وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرْضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ.

আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রদিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা হাত দিয়ে আমার দু’কাঁধ ধরলেন। তারপর বললেন, ‘দুনিয়ায় তুমি এমনভাবে থাকো, যেমন- তুমি একজন গরীব অথবা পথের পথিক’। (এরপর থেকে) ইবনু উমার রদিয়াল্লাহু আনহুমা (মানুষদেরকে) বলতেন, সন্ধ্যা হলে আর সকালের অপেক্ষা করবে না। আর যখন সকাল হবে, সন্ধ্যার

অপেক্ষা করবে না। নিজের সুস্থতার সুযোগ গ্রহণ করবে অসুস্থতার আগে ও
জীবনের সুযোগ গ্রহণ করবে মৃত্যুর আগে।

আমাদের পূর্বপুরুষগণ মৃত্যু ও আখেরাতের ব্যাপারে কতটা সচেতন ও সতর্ক ছিলেন!
আর আমরা দুনিয়ার ব্যাপারে কতটা সজাগ ও আখেরাতের ব্যাপারে কতটা গাফেল
ও উদাসীন, তা আমাদের দুনিয়ার জীবনে চলাফেরা দেখে কিছুটা আঁচ করা যায়।
আল্লাহ তাআলা বলেন

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ

‘হে মুমিনগণ! তোমাদের ঐশ্বর্য ও সন্তানসন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণে
উদাসীন না করে। যারা উদাসীন হবে তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত’ (আল-মুনাক্কুন, ৬৩:৯)
হায় আল্লাহ! আমরা যা করছি তা কি আমাদের ক্ষতির সামনে দাঁড় করাবে না!
এখনো কি আমাদের আল্লাহর সামনে ফিরে আসার সময় হয়নি! অতএব হে জ্ঞানী!
মৃত্যু থেকে উপদেশ গ্রহণ করুন। মৃত্যু আসার আগেই নিজের জীবনের গতিপথ
নিয়ন্ত্রণ করুন। নিজেকে প্রস্তুত করুন মৃত্যুর জন্য। যেন আল্লাহর সামনে হাস্য
চেহারা নিয়ে উপস্থিত হতে পারেন। বেশি বেশি তাঁর জিকির করুন।
পরিশেষে আল্লাহর কাছে আমাদের এই প্রার্থনা! প্রভু আমাদের সকলকে মৃত্যুর
পূর্বপ্রস্তুতি নিয়ে আপনার সামনে হাজির হওয়ার তাওফীক দান করুন- আমীন।

আজকের তরুণী ও যুবতীদের বিভ্রম

আজকের দুনিয়াতে নামায পড়া কঠিন, তিলাওয়াত করা কঠিন, পর্দার ভেতরে
জীবনযাপন করা কঠিন, সৎ জীবন যাপন করা কঠিন। যদি কোনো মেয়েকে বলা
হয়, আল্লাহর বান্দী, দুনিয়ার জ্ঞান তো অর্জন করেছে এখন দ্বীনের জ্ঞান অর্জন
করো। তখন উত্তরে বলে আমার বয়স কতইবা হয়েছে। আমি কি মা-দাদি হয়ে
গেছি? কেমন যেনো আজকের শিশুদের মনের ভেতর এ কথা গেঁথে দেয়া হয়েছে
যে, মা-দাদী হওয়ার পরই নামাজের পাবন্দী করতে হয়। আর মেয়ে, তুমি কি দেখোনি
যে, দুনিয়াতে কত কম বয়সী মেয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে। আর অমনি তাকে
কবরে রেখে আসা হচ্ছে। যদি তোমারও এ অবস্থায় মৃত্যু চলে আসে তাহলে কল্পনা
করে দেখো, সামনে তোমার জন্য কি অপেক্ষা করছে?

মৃত্যুর প্রস্তুতি যেভাবে নেবো

মৃত্যুর প্রস্তুতি মূলত একটি আধ্যাত্মিক এবং বাস্তব জীবনের প্রস্তুতির সমন্বয়।
ইসলামি জীবনদর্শন এবং বাস্তব জীবনের নিরিখে এই প্রস্তুতিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ
করা যায়:

১. আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় প্রস্তুতি

নিয়মিত তওবা ও ইস্তিগফার: মানুষ ভুল বা গুনাহ করতে পারে। তাই প্রতিদিন
মহান আল্লাহর কাছে খাঁটি মনে তওবা (ক্ষমা প্রার্থনা) করা উচিত।

ঈমান ঝালাই করা: নিজের বিশ্বাস বা ঈমান সঠিক আছে কি না তা নিয়মিত পরীক্ষা
করা এবং ঈমানের ওপর অটল থাকার জন্য দোয়া করা প্রয়োজন।

ফরজ ইবাদত পালন: বিশেষ করে নিয়মিত নামাজ আদায় করা এবং হালাল
উপার্জনে মনোযোগী হওয়া সুন্দর মৃত্যুর অন্যতম পূর্বশর্ত।

মৃত্যুর স্মরণ: রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, সবচেয়ে বুদ্ধিমান সেই ব্যক্তি যে মৃত্যুকে
বেশি স্মরণ করে এবং মৃত্যুপরবর্তী জীবনের জন্য কাজ করে।

২. জাগতিক ও আইনি প্রস্তুতি

অসিয়ত লিখে রাখা: সম্পদের সুখম বণ্টন এবং পরিবারের প্রতি কোনো বিশেষ
নির্দেশনা থাকলে তা লিখে যাওয়া ইসলামে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

পাওনা বা ঋণ পরিশোধ: কারও কাছ থেকে টাকা ধার নিলে বা কারও হক নষ্ট করে
থাকলে তা দ্রুত মিটিয়ে দেওয়া উচিত।

নথিপত্র গুছিয়ে রাখা: ব্যাংকের তথ্য, জায়গাজমির দলিল এবং গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র
এমন জায়গায় রাখা যেন পরিবারের সদস্যরা সহজেই তা খুঁজে পায়।

৩. মানবিক ও সামাজিক দায়িত্ব

মানুষের হক আদায়: অন্যের অধিকার নষ্ট করা বা জুলুম করা থেকে বিরত থাকতে
হবে। কারও মনে কষ্ট দিয়ে থাকলে তার কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নেওয়া জরুরি।

সদকায়ে জারিয়া: এমন কোনো ভালো কাজ করে যাওয়া যা আপনার মৃত্যুর পরও
সমাজ বা মানুষের উপকারে আসবে এবং আপনি সওয়াব পেতে থাকবেন।

৪. মনস্তাত্ত্বিক প্রস্তুতি

মৃত্যুভয় জয় করা: মৃত্যুকে জীবনের শেষ নয় বরং একটি নতুন অনন্ত জীবনের শুরু
হিসেবে গ্রহণ করা উচিত।

পারিবারিক আলোচনা: আপনার জীবনের শেষ মুহূর্তের সেবা বা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া নিয়ে পরিবারের সাথে খোলামেলা আলোচনা করতে পারেন।

মৃত্যুর স্মরণ ও পরকালের প্রস্তুতি

মৃত্যু নিশ্চিত, এতে কোনো সন্দেহ নেই। অথচ বেশির ভাগ মানুষ এ বিষয়ে উদাসীন।

একজন মুসলিমের করণীয় হলো, মৃত্যুর কথা বেশি বেশি স্মরণ করা এবং তার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকা। অনুরূপভাবে দুনিয়াতে থাকতে সময় ফুরিয়ে যাওয়ার আগেই পরপারের পাথেয় সঞ্চয় করা।

মানুষ মরণশীল। ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীতে স্থায়ী নয় কেউ-ই।

দুনিয়ার টাকা-পয়সা, ধন-সম্পদ, পরিবার-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব সবাইকে ছেড়ে একদিন পাড়ি জমাতে হবে ওপারে। যেখানে বন্ধু হবে না কেউ, হবে না শত্রুও।

নিজেকেই নিজের দায়িত্ব নিতে হবে।

পবিত্র কোরআন শতাব্দীর পর শতাব্দী জীবন ও জগৎ সম্পর্কে কোটি কোটি মানুষের অন্তর্দৃষ্টি খুলে দিয়েছে, বদলে দিয়েছে ভেতর থেকে, খুলে দিয়েছে তাদের সম্ভাবনার দ্বার, দিয়েছে প্রশান্ত ও পরিতৃপ্ত জীবন।

এই জীবনের সঙ্গে মৃত্যুও যে জড়িত তাও উল্লেখ আছে আল-কোরআনে। শুধু কোরআনে নয়, হাদিসেও আছে মৃত্যু সম্পর্কে অনেক আলোচনা।

মৃত্যু সম্পর্কে পবিত্র কোরআন কী বলে?

আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘প্রত্যেক প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে এবং তোমরা নিজ নিজ কাজের প্রতিফল সম্পূর্ণভাবেই কিয়ামতের দিন পাবে...।’ (সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৮৫; সূরা আনকাবুত, আয়াত : ৫৭)

‘অতঃপর নির্ধারিত সময়ে যখন তাদের মৃত্যু এসে যাবে, তখন এক মুহূর্তও বিলম্বিত কিংবা ত্বরান্বিত করতে পারবে না।’ (সূরা নাহল, আয়াত : ৬১)

‘তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান আর তাঁর কাছেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন হবে।

’ (সূরা ইউনুস, আয়াত : ৫৬)

‘হে মুমিনরা, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদের আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফিল না করে। যারা এ কারণে গাফিল হয়, তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত। আমি তোমাদের যা দিয়েছি, তা থেকে মৃত্যু আসার আগেই ব্যয় করো। অন্যথায় সে বলবে, হে আমার পালনকর্তা, আমাকে আরো কিছুকাল অবকাশ দিলে না কেন? তাহলে আমি সদকা করতাম এবং সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। প্রত্যেক ব্যক্তির নির্ধারিত সময় যখন উপস্থিত হবে, তখন আল্লাহ কাউকে অবকাশ দেবেন না। তোমরা যা করো, আল্লাহ সে বিষয়ে খবর রাখেন।’ (সূরা মুনাফিকুন, আয়াত : ৯-১১)

‘মুমিনদের জন্য কি এখনো সে সময় আসেনি যে তাদের হৃদয় আল্লাহর স্মরণে বিগলিত হবে? তারা তাদের মতো যেন না হয়, যাদের আগে কিতাব দেওয়া হয়েছিল। তাদের ওপর সুদীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হয়েছে, অতঃপর তাদের অন্তঃকরণ কঠিন হয়ে গেছে। তাদের বেশির ভাগ পাপাচারী।’ (সূরা হাদিদ, আয়াত : ১৬)

‘আর যে স্বীয় রবের সামনে দাঁড়ানোকে ভয় করে এবং কুপ্রবৃত্তি থেকে নিজেকে বিরত রাখে, নিশ্চয়ই জান্নাত হবে তার আবাসস্থল।’ (সূরা নাজিয়াত, আয়াত : ৪০-৪২)

মৃত্যু সম্পর্কে হাদিস কি বলে?

ইবনে ওমর (রা.) বলেন, ‘রাসুলুল্লাহ (সা.) আমার কাঁধ ধরে বললেন, ‘দুনিয়াতে এভাবে কাটাও যেন তুমি একজন মুসাফির বা পথিক।’ (বুখারি, হাদিস : ৬৪১৬; তিরমিজি, হাদিস : ২৩৩৩; ইবনে মাজাহ, হাদিস : ৪১১৪)

ইবনে ওমর (রা.) বলতেন, ‘তুমি সন্ধ্যায় উপনীত হয়ে সকাল বেলায় অপেক্ষা (আশা) করো না এবং সকালে উপনীত হয়ে সন্ধ্যা বেলায় অপেক্ষা করো না। সুস্থাস্থ্যের

দিনগুলোতে রোগব্যাধির (দিনগুলোর) জন্য প্রস্তুতি নাও এবং জীবদ্দশায় মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত করো।' (বুখারি, হাদিস : ৬৪১৬; তিরমিজি, হাদিস : ২৩৩৩; ইবনে মাজাহ, হাদিস : ৪১১৪)

ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, 'নবী (সা.) একটি বর্গক্ষেত্র আঁকলেন, তার মাঝ বরাবর কয়েকটি সরল রেখা টানলেন, যা বর্গক্ষেত্র ভেদ করে বাইরে চলে গেছে। তিনি মধ্যবর্তী এ রেখাটির সঙ্গে যুক্ত আরো কতগুলো ছোট ছোট সরল রেখা (আড়াআড়িভাবে) টানলেন, তারপর বলেন, 'এটা হলো মানুষ এবং এটা তার মৃত্যু, যা তাকে বেঁটন করে আছে। (বর্গক্ষেত্র ভেদ করে) বাইরে বেরিয়ে যাওয়া রেখাটুকু হচ্ছে তার আশা-আকাঙ্ক্ষা। ছোট রেখাগুলো হলো তার জীবনের বিপদ-আপদ। একটি বিপদ থেকে ছুটতে পারলে অপর বিপদ এসে তাকে বিচলিত করে। আবার দ্বিতীয়টি থেকে রেহাই পেলে তৃতীয়টি তাকে নিষ্পেষিত করে।' (বুখারি, হাদিস : ৬৪১৭; তিরমিজি, হাদিস : ২৪৫৪; ইবনে মাজাহ, হাদিস : ৪২৩১)

আবু হুরাইরা (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'সাতটি জিনিস প্রকাশ পাওয়ার আগেই তোমরা নেক কাজের দিকে সত্বর অগ্রসর হও :
তোমরা কি অপেক্ষা করছো এমন দারিদ্র্যের, যা অমনোযোগী (অক্ষম) করে দেয়;
অথবা এমন প্রাচুর্যের, যা ধর্মদ্রোহী বানায়;
অথবা এরূপ রোগ-ব্যাধির যা (দৈহিক সামর্থ্যকে) তছনছ করে দেয়;
অথবা এমন বৃদ্ধাবস্থার, যা জ্ঞান-বুদ্ধিকে লোপ করে দেয়;
অথবা এমন মৃত্যুর, যা অলক্ষ্যেই উপস্থিত হয়;
কিংবা দাজ্জালের, যা অপেক্ষমাণ নিকৃষ্ট অনুপস্থিত বস্তু;
অথবা কিয়ামতের, যা অত্যন্ত বিভীষিকাময় ও তিক্ত।' (তিরমিজি, হাদিস : ২৩০৬)

আবু হুরায়রা বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'তোমরা (দুনিয়ার) স্বাদ-আহ্লাদ নিঃশেষকারী মৃত্যুকে বেশি বেশি স্মরণ করো।' (তিরমিজি, হাদিস : ২৩০৬)

ইবন উমর (রা.) বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সঙ্গে বসা ছিলাম। এ সময় একজন আনসার তার কাছে আসে। সে নবীকে (সা.) সালাম করে বলে, হে আল্লাহর

রাসুল, সর্বাপেক্ষা উত্তম ঈমানদার কে? তিনি বলেছেন, তাদের মধ্যে যাদের চরিত্র উত্তম। লোকটি আবার জিজ্ঞেস করে, সর্বাপেক্ষা পারদর্শী ঈমানদার কে? তিনি বলেন, যারা মৃত্যুকে বেশি স্মরণ করে এবং মৃত্যু-পরবর্তী অধ্যায়ের জন্য উত্তমরূপে প্রস্তুতি গ্রহণ করে, এরাই সর্বোত্তম দূরদর্শী।’ (ইবনে মাজাহ, হাদিস : ৪২৫৯)

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসুল (সা.) বলেন, ‘তোমাদের কেউ যেন মৃত্যু কামনা না করে। কেননা, সে পুণ্যবান হলে সম্ভবত সে পুণ্য বৃদ্ধি করবে। আর পাপী হলে (পাপ থেকে) তাওবা করতে পারবে।’ (বুখারি, হাদিস : ৩৯, ৫৬৭৩)

প্রত্যেকেরই মৃত্যুর সময় নির্ধারিত। এটা এক সেকেন্ডও এদিক-সেদিক হবে না। কখন মৃত্যু আসবে, মানুষ জানে না। মানুষ যেন মৃত্যুকে ভুলেই থাকে। দুনিয়ার আরাম-আয়েশের পেছনে ছুটে চলা দেখলে তো তাই মনে হয়। দুনিয়ায় মানুষের যত কর্ম, সবই সেদিন প্রকাশিত হবে। কোনো কিছু সেদিন আর গোপন থাকবে না। আমরা কেন ভুলে যাই- দৃশ্য-অদৃশ্য যা কিছু হয়; সবই আল্লাহপাক দেখেন। মানুষের মনের কথাও আল্লাহপাক জানেন। মানুষ মানুষকে ফাঁকি দিতে পারে; কিন্তু মহান রাক্বুল আলামিনকে ফাঁকি দেওয়া অসম্ভব। এই চিন্তাটুকু মাথায় থাকা জরুরি। কোরআনে বলা হয়েছে, ‘হে নবী, আপনি বলুন, ‘তোমরা যে মৃত্যু থেকে পলায়ন করতে চাও, সেই মৃত্যু অবশ্যই তোমাদের কাছে পৌঁছবে। অতঃপর তোমরা অদৃশ্য ও দৃশ্যের জ্ঞানী আল্লাহর কাছে উপস্থিত হবে। আর তিনি তোমাদের জানিয়ে দেবেন তোমাদের সেরা কর্ম, যা তোমরা দুনিয়াতে করতে।’ (সূরা জুমুআ, আয়াত : ৮) অতএব, প্রত্যেক মানুষ তার অন্তরে ভালো কাজের তাড়না অনুভব করে—সেই সঙ্গে অনুভব করে তার কুপ্রবৃত্তির তাড়নাও। কুপ্রবৃত্তি থেকে নিজেকে বিরত রাখলেই আছে সুসংবাদ।

মৃত্যুর প্রস্তুতির অর্থ

এখন আমাদেরকে ভাবতে হবে যে, আমরা কি সত্যিই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি নিতে পেরেছি? আমরা কি মনের গহীনে এক আল্লাহকে বসাতে পেরেছি? মনের ভেতর আল্লাহর ভালোবাসা কি একনিষ্ঠতার সাথে জায়গা করতে পেরেছে? তোমার মুখের আল্লাহ আল্লাহ আওড়ানো কাজে আসবে না। কিয়ামতের দিন তোমার হৃদয়কে সামনে আনা হবে এবং সেখানে আল্লাহর ভালোবাসার নিরীক্ষা করা হবে। ইরশাদ হয়েছে

وَ خُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ °

'বুকের ভেতর যা কিছু রয়েছে সেগুলোকে উন্মোচিত করা হবে। মুখের জমা খরচ কোনো কাজে আসবে না।

মৃত্যুকে স্মরণ করার উপকারিতা

তাফসীরে কুরতুবীতে এসেছে, যে ব্যক্তি মৃত্যুকে খুব বেশি স্মরণ করবে সে ব্যক্তি তিনটি কারামাত পাবে—

প্রথমটি হলো, সে দ্রুত তাওবা করার তাওফীক পাবে

দ্বিতীয়টি হলো, দুনিয়ার অল্প বিস্তর বস্তুতেই সে তুষ্ট হতে পারবে

আর তৃতীয়টি হলো, সে ব্যক্তি ইবাদতের মাঝে হৃদয়ের স্ফূর্তি বোধ করবে

মৃত্যু চিন্তা

পৃথিবীতে সবচেয়ে শাস্বত সত্য ও সুনিশ্চিত বিষয় হল মৃত্যু। একবার যে জন্মেছে মৃত্যুর স্বাদ তাকে আশ্বাদন করতেই হবে। বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী, মুমিন-কাফির, আস্তিক-নাস্তিক সকলেই এবিষয়ে একমত। অবিশ্বাসীরা আল্লাহর একত্ববাদকে অস্বীকার করেছে, আল্লাহর প্রেরিত নবী-রাসুলদের অবাধ্য হয়েছে, আসমানি কিতাবকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। কিন্তু মৃত্যু যে সকলের জন্য অবধারিত তা অস্বীকার করতে পারেনি। তাই তো আল্লাহ তাআ'লা কুরআনে কারিমে ঘোষণা দিয়েছেন—

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّقُونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ
الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ

অর্থ: “প্রত্যেক প্রাণীই মৃত্যুর স্বাদ ভোগ করবে”। (সূরা আনকাবুত)

বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী প্রতিটি মানুষ যেমন বিশ্বাস করে যে, মৃত্যুর স্বাদ একদিন ভোগ করতেই হবে। তেমনিভাবে এটাও বিশ্বাস করে যে, এই মৃত্যু কখন, কোথায়, কীভাবে আসবে তা কেউ জানে না। মৃত্যু হলো সময়-কাল-স্থানের উর্ধ্বে। যে কোনো সময়, যে কোন মুহূর্তে, যে কোন স্থানে মৃত্যুর দূত হাজির হতে পারে। শিশু, যুবক অথবা বৃদ্ধ যখনই মৃত্যুর সময় হবে পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হবে। একটুও নড়চড় হবে না। সবার তরে এ বাস্তবতা চিরসত্য। কোরআনে কারিমের সূরা আরাফের ৩৪ নম্বর আয়াতে এসম্পর্কে এরশাদ হয়েছে-

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ

অর্থ- “আর প্রত্যেক জাতিরই রয়েছে নির্দিষ্ট মেয়াদ। যখন তাদের সেই নির্ধারিত মেয়াদ শেষ হবে অর্থাৎ মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসবে তখন তারা এক মুহূর্ত বিলম্বও করতে পারবে না, আবার এক মুহূর্ত আগেও যেতে পারবে না”। (সূরা আরাফ-৩৪)

মৃত্যুর চিন্তা ও স্মরণ থেকে আমাদের উদাসীনতার মূল কারণ হলো দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা ও পার্থিব জীবনের আসক্তি। জীবনোপকরণ হিসেবে পার্থিব ভোগসামগ্রীর চাহিদা থাকা শরিয়তে নিষিদ্ধ নয়, বরং অনুমোদিত ও কাম্য। কেননা রাসূল সা. এক হাদিসে এরশাদ করেছেন- “হালাল রিজিকের অন্বেষণ করা ইসলামের দ্বিতীয় পর্যায়ের একটি ফরজ ইবাদত”। কিন্তু দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হওয়া ও পার্থিব ধন-সম্পদের মোহগ্রস্ত হওয়া শরীয়তে নিষিদ্ধ ও অপছন্দনীয়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক হাদীসে বলেছেন- “দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসাই সকল পাপের মূল”। দুনিয়ার এই আসক্তিই মানুষকে প্রবৃত্তির পূজারী বানায়। কামনা-বাসনার অনুগামী করে। পরিশেষে কুপ্রবৃত্তির এই চাহিদা ও ভোগবাদী মানসিকতা মানুষকে বাধ্য করে মৃত্যু ভাবনাহীনভাবে দিন-রাত অতিবাহিত করতে। একপর্যায়ে হালাল-হারাম ও বৈধ-অবৈধ কোন কিছুই তোয়াক্কাই করেনা। শুধুমাত্র অর্থবিত্তের নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। এ সম্পর্কেই কোরআনে কারিমে আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন-

زَيْنَ النَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَاقِ

অর্থ- “আর মানুষের সামনে সুশোভিত করে দেয়া হয়েছে পার্থিব ভোগ সামগ্রীর ভালোবাসা। নারী, সন্তানাদি, রাশিরাশি সোনা-রূপা, মূল্যবান উষ্ট্রী, এবং সুদৃশ্য গবাদি পশু ও সুজলা-সুফলা শস্যক্ষেত। আর এগুলো তো শুধুমাত্র পার্থিব জীবনের উপকরণ মাত্র। অথচ আল্লাহর নিকট রয়েছে সর্বোত্তম উপকরণসমূহ”। (সূরা আল-ইমরান-১৪) দুনিয়া ও পার্থিব জীবনের এই আসক্তি থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় হলো- মৃত্যুচিন্তা ও পরকাল ভাবনা। এই জন্য কোরআনে কারিমে ও হাদিস শরীফে বার বার মৃত্যুর কথা আলোচনা করা হয়েছে। মৃত্যুচিন্তাকে অন্তরে জাগ্রত করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অধিক হারে মৃত্যুকে স্মরণ করতে আদেশ করা হয়েছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- “পার্থিব সকল বস্তুর স্বাদ বিনষ্টকারী মৃত্যুকে বেশি বেশি স্মরণ কর”।

হযরত আনাস (রাঃ) এর সূত্রে অন্য এক হাদীসে রাসূল (সাঃ) এরশাদ করেছেন- “তোমরা মৃত্যুর কথা বেশি স্মরণ কর। কেননা মৃত্যুর স্মরণ মানুষকে পাপ থেকে দূরে রাখে এবং দুনিয়ার প্রতি আকর্ষণ কমিয়ে দেয়। ধন-সম্পদের মধ্যে যদি মৃত্যুকে স্মরণ কর তবে তোমার অন্তর সম্পদের লিন্সা থেকে মুক্ত থাকবে। যদি অভাব-অনটনের সময় মৃত্যুকে স্মরণ কর তবে দুঃখবোধ থেকে মুক্ত থাকতে পারবে”। (ইবনে আবিদ দুনিয়া)

অপর এক হাদীসে এসেছে- “রাসূল (সাঃ) কে একবার জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, হাশরের ময়দানে শহীদদের সাথে কি আর কাউকে উঠানো হবে? তিনি উত্তরে বলেছিলেন, হ্যাঁ! যে ব্যক্তি দিন রাতের মধ্যে অন্ততঃ ২০ বার মৃত্যুর কথা স্মরণ করে সে হাশরের ময়দানে শহীদদের সাথে পুনরুত্থিত হবে। (তাবরানী)

মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বার এক হাদীসে এসেছে- “রাসূল (সাঃ) এরশাদ করেছেন, দুনিয়ার প্রতি বিতৃষ্ণা এবং আখেরাতের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টির জন্য মৃত্যুর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসই যথেষ্ট”। (ইবনে আবী শাইবা, আহমদ)

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ. বর্ণনা করেন- “দুটি বিষয় আমাকে দুনিয়ার যাবতীয় ভোগ বিলাসের স্পৃহা থেকে বিরত রেখেছে। এক, মৃত্যুচিন্তা। দুই, হাশরের ময়দানে আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোর ভীতি। (ইবনে আবিদ দুনিয়া)

বিখ্যাত সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন- “একবার এক ব্যক্তি রাসূল (সাঃ) এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে বলল, মৃত্যুর কথা শুনতে আমার মোটেও ভালো লাগেনা। তখন রাসূল (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি ধন-সম্পদ আছে? লোকটি বলল, হ্যাঁ, তার কাছে বেশ ধন-সম্পদ আছে। তখন আল্লাহর রাসূল (সাঃ) তাকে বললেন, ধন-সম্পদ পরকালের জন্য পাঠিয়ে দাও। দেখবে তোমার মনও আখেরাতের দিকে ধাবিত হতে থাকবে। কেননা, মানুষের মন তার ধন সম্পদের প্রতি আকৃষ্ট থাকবে এটাই তো স্বাভাবিক”। (আবু নাস্ঈম)

বেশি বেশি মৃত্যুকে স্মরণ করার বিভিন্ন উপায় মুসলিম মণীষীগণ উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে হাকিমুল উম্মত হযরত থানভী রহ. বলেন- “মৃত্যু স্মরণ সর্বদা অন্তরে জাগ্রত রাখার জন্য সহজ উপায় হল, প্রতি রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে একবার নিজের সারাদিনের কর্মকাণ্ডের হিসাব-নিকাশ করা। এবং একবার অন্তত নিজেকে অন্ধকার কবরের বাসিন্দা মনে করে চোখ দুটি বন্ধ করে মৃত্যুর কথা স্মরণ করা”। এ ব্যাপারে তিনি খলিফাতুল মুসলিমীন হযরত উমর রা. এর উক্তি উল্লেখ করেছেন। উমর রা. এরশাদ করেন-

حاسبوا قبل أن تحاسبوا و زنوا قبل أن توزنوا

অর্থ -“তোমাদের হিসাব নেয়ার পূর্বে নিজেরাই নিজেদের হিসাব সাজিয়ে নাও। এবং তোমাদের আমল যাচাই-বাচাইয়ের পূর্বে তোমরাই তা পরখ করে দেখে নাও”। আখেরাতের জীবনের তুলনায় দুনিয়ার জীবন অতল সমুদ্রের এক ফোঁটা পানির মতো। সুতরাং দুনিয়ার জীবনের বস্তুসামগ্রী জোগানোর চেয়ে আখেরাতের পাথেয় সঞ্চয়ের প্রয়োজন অনেক বেশি। এই জন্য ইমাম গায়ালি (রহ.) বলেন, তুমি দুনিয়াতে যতদিন অবস্থান করবে, সে হিসেবে এখানকার জন্য উপকরণ জোগাও। আর আখেরাতে তোমাকে যতকাল স্থায়ী হতে হবে, সে হিসেবে সেখানকার জন্য সঞ্চয় গ্রহণ কর”।

ইবনে মাজার এক হাদীসে এসেছে- “হযরত ওমর (রাঃ) রাসূল (সাঃ) কে প্রশ্ন করেছিলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ! সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান ব্যক্তি কে? তিনি জবাব দিয়েছিলেন, যে ব্যক্তি মৃত্যুর কথা বেশি স্মরণ করে এবং মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের পাথেয় সংগ্রহে ব্যস্ত থাকে। (ইবনে মাজা)

তিরমিজির অপর এক হাদীসে শাদ্দাদ ইবনে আওস (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল (সাঃ) এরশাদ করেছেন, “যে ব্যক্তি স্বীয় প্রবৃত্তির উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়েছে এবং মৃত্যু পরবর্তী জীবনের জন্য আমল করেছে সেই সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান লোক। অপরদিকে যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে অনেক কিছু আশা করে কিন্তু প্রবৃত্তিকে মোটেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না তার সকল প্রয়াসই পশু শ্রম হবে। (ইবনে মাযাহ, তিরমিযী)

আমাদের প্রকৃত জীবন আখেরাত হলেও আমরা দুনিয়ার জন্যই বেশি সময় ব্যয় করি। প্রতিদিন জীবন-জীবিকার জন্য যে সময়টুকু দিই এর সিকিভাগও আমরা দিই না পরকালের জন্য। অথচ উচিত ছিল পরকালের জন্য বেশি সময় বরাদ্দ রাখা। যেহেতু দুনিয়াতে থাকতে হবে অল্প কিছু দিন তাই এর প্রস্তুতিও সে অনুযায়ীই হওয়া উচিত। যেটুকু না হলেই নয় সেটুকুই দুনিয়ার জন্য বরাদ্দ রাখা। আমরা যতই দুনিয়া কামাই করি এর কিছুই আমাদের সঙ্গে যাবে না। আমাদের এই অল্পদিনের কর্মকাণ্ডই পরকালে সাথী হবে।

তাই আসুন আমরা পার্থিব জীবনে আখেরাতকে প্রাধান্য দিই। মৃত্যুর কথা চিন্তা করি। পরকালের জবাবদিহিতা এবং আল্লাহভীতিকে অন্তরে ঠাই দেই। সকল অন্যায-অপকর্ম ছেড়ে আল্লাহ এবং তার রাসূলকে অনুসরণ ও অনুকরণ করে জিন্দেগী অতিবাহিত করি ও পরকালের পাথেয় সঞ্চয় করি। আল্লাহ আমাদের সে তাওফীক ও শক্তি দান করুন। আমীন

সর্বদা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকা মুমিনের গুণ

মানুষ মরণশীল। মৃত্যু আসবেই। অনেকেই বলে থাকেন, অমুকের অকালমৃত্যু ঘটেছে। ইসলামের দৃষ্টিতে ‘অকালমৃত্যু’ বলতে কিছু নেই। কারণ সবার মৃত্যুর দিন-তারিখ সবকিছু পূর্ব থেকেই নির্ধারিত। নির্ধারিত সময়েই মৃত্যুবরণ করেন সবাই। নির্দিষ্ট সময়ের এক মুহূর্ত আগে বা পরে কারও মৃত্যু হয় না। একেকজন মানুষ বা প্রাণী একেক সময় মৃত্যুবরণ করলেও প্রত্যেকের মৃত্যুর সময় ও তারিখ নির্দিষ্ট।

মৃত্যু থেকে পালিয়ে থাকার কোনো অবকাশ নেই। চিরদিন বেঁচে থাকারও কোনো উপায় নেই। মহান আল্লাহ কোরআনে বলেছেন, ‘তোমরা যে মৃত্যু থেকে পালাতে চাও, সেই মৃত্যুর সামনাসামনি হতেই হবে। তোমাদের ফিরিয়ে নেওয়া হবে অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা আল্লাহর কাছে। আর তোমাদের জানিয়ে দেওয়া হবে যা তোমরা করতে।’ (সূরা জুমা: ৮)

মহান আল্লাহ আরও ইরশাদ করেছেন, ‘তোমরা যেখানেই থাকো না কেন মৃত্যু তোমাদের নাগাল পাবেই; সুউচ্চ সুদৃঢ় দুর্গে থাকলেও। আর তাদের ভালো হলে তারা বলে এটা আল্লাহর কাছ থেকে। আর তাদের কোনো মন্দ হলে তারা বলে এটা তোমার জন্য। বলো, সবই আল্লাহর কাছ থেকে। এ সম্প্রদায়ের কী হয়েছে যে এরা একেবারেই কোনো কথা বোঝে না।’ (সূরা নিসা, আয়াত ৭৮)

কয়েকদিন আগের ঘটনা, এক চাকরিজীবী অফিস শেষে ইলিশ মাছ কিনে বাড়ি ফিরছিলেন। রাস্তায় তাকে পিষে দিয়ে গেল ঘাতক গাড়ি। হয়তো লোকটি মাছ কেনার আগে বাড়িতে ফোন করে জানতে চেয়েছিল, কী মাছ আনবে? বা আগেই ঠিক করে রেখেছিল, ইলিশ মাছ কিনে বাড়ি ফিরবে। মাছ কেনার সময় কি মনে হয়েছে এটা তার রিজিকে নেই? অবশ্যই তেমনটি হয়নি।

আমরা কত কিছু ভাবি, কত পরিকল্পনা করে ফেলি। অথচ যেকোনো সময় আজরাইল (আ.) এসে সামনে দাঁড়াতে পারেন। তখন কি আমরা মাফ চাইতে পারব? অতীতের জন্য অনুশোচনা জানানোর সুযোগ পাবো রবের কাছে? প্রিয়জনদের থেকে বিদায় নেওয়ার সময় পাব? কিংবা এক চামচ পানি পাবে রুহ কবজের সময়ে? মৃত্যুর মতো অনিশ্চিত আর কিছুই নেই।

তাই আসুন, সবসময় মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকি। মহান আল্লাহর দেওয়া বিধান নিজেদের জীবনে বাস্তবায়ন করি। আসুন, নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করি, রমজানের রোজা রাখি, সক্ষম হলে হজ করি, জাকাত দিই। সকলের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করি। তাহলে সবার ভালোবাসা ও দোয়া পাওয়া যাবে। সেটা আমাদের আমলের পাল্লায় সওয়াব হিসেবে যুক্ত হবে। পরকালের কঠিন সময়ে তা আমাদের কাজে লাগবে। মহান আল্লাহ আমাদের সবাইকে আমল করার তওফিক দান করুন।

মৃত্যুর আগে মুমিনের প্রস্তুতি

প্রত্যেক মানুষকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, ‘তোমরা যেখানেই থাকো না কেন, মৃত্যু তোমাদের স্পর্শ করবেই’ (সূরা নিসা : আয়াত ৭৮)। তবে ইসলাম মৃত্যু কামনাকে বৈধ মনে করে না। নবী করিম (সা.) বলেছেন, ‘তোমাদের কেউ যেন কিছুতেই মৃত্যু কামনা না করে এবং মৃত্যু আসার আগে তার জন্য দোয়াও না করে। কেননা যখন তোমাদের কেউ মারা যায় তখন তার আমল বন্ধ হয়ে যায়। আর মুমিনের দীর্ঘ জীবন শুধু তার জন্য কল্যাণই বয়ে আনে।’ (মুসলিম : হাদিস ৬৯৯৫)

মুমিন কখনো মৃত্যুকে ভয় করবে না বরং মৃত্যুকে স্মরণ করবে। ইসলাম মৃত্যুকে ভয় না করে মৃত্যুর স্মরণ ও পরবর্তী জীবনের পরিণতি চিন্তা করতে উদ্বুদ্ধ করেছে এবং সেসব মানুষের নিন্দা করেছে যারা মনে করে মৃত্যুর পর আর কোনো জীবন নেই। নবীজি (সা.) বলেন, ‘তোমরা জীবনের স্বাদ ধ্বংসকারীকে (মৃত্যু) বেশি পরিমাণে স্মরণ করো’ (তিরমিজি, হাদিস : ২৩০৬)। রাসুলুল্লাহ (সা.) আরও বলেন, ‘মৃত্যু আসার আগেই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও।’ (মুস্তাদরিক আলাস সাহিহাইন : হাদিস : ৮৯৪৯)

মুমিনের মৃত্যুর প্রস্তুতি : নবীজি (সা.) বলেছেন, ‘তোমরা পাঁচ জিনিসকে পাঁচ জিনিসের আগে গনিমত (সম্পদ) মনে করো-১. যৌবনকে বার্ধক্যের আগে। ২. সুস্থতাকে অসুস্থতার আগে। ৩. সচ্ছলতাকে অভাবের আগে। ৪. অবসরকে ব্যস্ততার আগে। ৫. জীবনকে মৃত্যুর আগে’ (মুস্তাদরিকে হাকিম : হাদিস ৭৮৪৬)। তাই একজন মুমিন কীভাবে মৃত্যুর প্রস্তুতি গ্রহণ করবে তা আলোচনা করা হলো।
ভালো কাজ করা : মৃত্যুর প্রধান প্রস্তুতি হলো নিজেকে ভালো কাজে নিয়োজিত করা এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখা। নবীজি (সা.) বলেন, ‘তোমরা নেক আমলের দিকে দ্রুত অগ্রসর হও ঘুটঘুটে অন্ধকার রাতের অংশসদৃশ ফেতনায় পতিত হওয়ার আগেই।’ (মুসলিম : হাদিস ৩২৮)

পাপকাজ পরিহার : পাপ পরিহারের মাধ্যমে মুমিন মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সব ধরনের পাপ নিষিদ্ধ করেছেন। ইরশাদ

হয়েছে, ‘বলুন! আমার প্রতিপালক নিষিদ্ধ করেছেন প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা আর পাপ।’ (সূরা আরাফ : আয়াত ৩৩)

অতীত পাপের তওবা : মুমিন অতীত ভুলত্রুটি ও পাপের জন্য তওবা করার মাধ্যমে ক্ষমা প্রার্থনা করবে। পবিত্র কুরআনে মৃত্যুর আগে তওবা না করাকে ‘জুলুম’ আখ্যা দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ বলেন, ‘যারা তওবা করে না, তারা অবিচারকারী।’ (সূরা হুজরাত : আয়াত ১১)

অসিয়ত করা : আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) বলেছেন, ‘যে মুসলিমের অসিয়তযোগ্য কিছু সম্পদ আছে তার উচিত নয় সে দুই রাত কাটাবে অথচ তার কাছে তার অসিয়ত লিখিত থাকবে না।’ (বুখারি : হাদিস ২৭৩৮)

সুন্দর মৃত্যুর জন্য দোয়া : রাসুলুল্লাহ (সা.) চাপা পড়ে, গর্তে পড়ে, পানিতে ডুবে, আগুনে পুড়ে ও বিষাক্ত প্রাণীর দংশনে মারা যাওয়া থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় কামনা করতেন এবং সবসময় ‘খাতেমা বিল খাইর’ অর্থাৎ জীবনের সুন্দর পরিসমাপ্তির দোয়া করতেন (আবু দাউদ : হাদিস ১৫৫২)। আল্লাহ সবাইকে মৃত্যুর পূর্বে প্রস্তুতি গ্রহণের তওফিক দান করুন, আমিন।

আমরা, মানব জাতি দুনিয়াতে এমন একটা ধারণা নিয়ে বেঁচে থাকি যে, এই দুনিয়াটা আমাদের। এটাই আমাদের থাকার স্থান, ঘরবাড়ি, এখানে আছি, থাকব, যেন এটা আমাদের চির আবাসস্থল। কিন্তু যে বাস্তবতা আমরা জানি না, বা জানতে চাই না, যে, আমরা এক ট্রেনে ভ্রমণ করছি, যে ট্রেনটা একটা একটা করে স্টেশন পার হয়ে সর্বশেষ একটি গন্তব্যের দিকে যাচ্ছে। আর এই দুনিয়ার জীবন হচ্ছে এমনই একটা স্টেশনের শুরু মাত্র।

কিন্তু আমরা এই দুনিয়ার নই, বা দুনিয়াটাও আমাদের নয়। আমাদের হাতে যেন একটি টিকেট আছে, যেটার তিনটি অংশ আছে। আমরা মায়ের গর্ভে নয় মাস অবস্থান করি, তারপর সে টিকেটের একটা অংশ ছিড়ে ফেলা হয়। এরপর আমরা এই দুনিয়ার জীবনে প্রবেশ করি, আমাদের নতুন স্টেশন থেকে যাত্রা শুরু হয়, আর এরপর যখন আমরা মারা যাই, তখন টিকেটের দ্বিতীয় অংশটুকু ছিড়ে ফেলা হয়। আমাদের হাতে থেকে যায় টিকেটের শেষ অংশটুকু, জান্নাত বা জাহান্নামের প্রবেশ করার সাথে শেষ অংশটুকুও ছিড়ে ফেলা হবে, আর সেটাই হবে আমাদের চূড়ান্ত গন্তব্যস্থল। আমরা, এই দুনিয়ার চিরস্থায়ী বাসিন্দা না, এই দুনিয়া কেবলই আমাদের

দীর্ঘ সফরের একটা ক্ষুদ্র অংশ মাত্র, তাই রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, “এই দুনিয়াতে এমনভাবে বেঁচে থাক যেন তুমি একজন মুসাফির”।

তিনি দুনিয়ার জীবনের বাস্তবতাকে আরও ভালোভাবে তুলে ধরতে তুলনা করে বলেছেন, “ধর, একটা মানুষ মরুভূমির পথ ধরে যাচ্ছে, এবং সে দেখল একটা গাছ, সেটা দেখে তার ছায়ার নিচে বসল, বিশ্রাম নিলো এবং আবার তার অসম্পূর্ণ সফর সম্পন্ন করতে পুনরায় চলতে শুরু করল, এটাই হল দুনিয়া।”

আমরা গাছটার নিচে অল্প কয়টা মুহূর্ত ব্যয় করছি এবং এরপর আবার আগের যাত্রা। সময়ের এই পথ চলা, আমাদের জীবনের, আমাদের অস্তিত্বের ক্ষয় ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রতিটি সেকেন্ডের সাথে সাথে আমাদের অস্তিত্ব ক্রমেই নিঃশেষ হচ্ছে। এই বাস্তবতা আমাদেরকে বিশ্বাস করতে হবে যে, আমরা এখানকার কেউ নেই, আর তাই আমাদের প্রস্তুত হতে হবে মৃত্যুর জন্য।

মৃত্যু

একজন মানুষের জীবনের মন্দ সমাপ্তির অনেকগুলো কারণ থাকতে পারে, তার মধ্যে একটি হল গুনাহের কাজে অব্যাহত থাকা।

একজন ব্যক্তি খুব ছোট কোনো গুনাহ করতে পারে, কিন্তু আলিমগণ বলে থাকেন, ছোট গুনাহ অনবরত করতে থাকলে তা বড় গুনাহতে পরিণত হয়। অতএব যখন আপনি একটা ছোট গুনাহ বারে বারে করতে থাকবেন, এটাকে ধরা হবে গুরুতর গুনাহ হিসেবে। আল-যাহাবী তাঁর ‘আল-কাবাইর’ গ্রন্থে মানুষের জীবনের মন্দ সমাপ্তি সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, এক ব্যক্তির নেশা ছিল দাবা খেলা, মৃত্যুর সময় যখন তাকে বলা হলো ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলতে, সে, তা বলতে পারলো না। আর মৃত্যুর ঠিক পূর্ব মুহূর্তে সে বলতে থাকল, ‘চেক দোস্ত! চেক দোস্ত!’ — সে ভাবছিল তার দাবার কথা, আর এভাবেই সে মারা গেল। তিনি আরেক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করেন যাকে মৃত্যুর সময় ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলতে বলা হলে সে বলতে থাকে, ‘আমাকে একটা বোতল দাও, একটা গ্লাস দাও, আমি মদ খাবো।’ যেহেতু সে ছিল মাদকাসক্ত, শেষ মুহূর্তে এসেও তার মাথায় মদের কথা ঘুরছিল। আর-রাবী বিন সাবুরা একটা ঘটনা বলেন, তিনি এক লোকের মৃত্যুর সময় উপস্থিত ছিলেন, সে ছিল অ্যাকাউন্টেন্ট, তাকে সবসময় হিসাব-নিকাশ আর গণনার কাজ করতে হতো। মৃত্যুর সময় সবাই তাকে কালেমা পড়তে বললো, কিন্তু, সে বলতে শুরু করল, ‘১০, ১১, ১২...’ এরপর মৃত্যু পর্যন্ত সে এভাবেই নম্বর গুনতে থাকল। ইবন আল কায়্যিম

একটা কাহিনী বর্ণনা করেন যেখানে এক ব্যক্তিকে মারা যাওয়ার সময় ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলতে বলা হলে সে বলল, ‘আমি পারছি না’ অথচ তার জিহ্বায় কোনো প্রকার সমস্যা ছিল না। সে প্রাঞ্জলভাবে কথা বলতে পারত, কিন্তু সে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলতে পারলো না। আল্লাহ তা‘আলা তাকে এটা বলার তওফিক দিলেন না কেননা তার জীবনে এটা বলার মত কোনো রেকর্ড ছিল না।

আমরা সবসময় ভাবছি এই করবো, সেই করবো, সারাজীবন গুনাহ করে যাবো আর মৃত্যুর ঠিক ৫ মিনিট আগে আমি বলব ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ আর পার পেয়ে যাবো – না, এটা এতো সহজ না। আপনি যেসব কাজ করে অভ্যস্ত সেসব কাজ করতেই করতেই আপনার মারা যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। কখনোই ভাববেন না আপনি আল্লাহ কে বোকা বানাবেন। আপনার মনে আল্লাহর ভয় থাকা উচিত। যে ব্যক্তি আল্লাহর আযাব থেকে নিজেকে নিরাপদ মনে করে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

যেখানে পরকালের লক্ষ্য উদ্দেশ্য ঠিক রাখতে দুনিয়ার স্বার্থকে বিসর্জন দেওয়ার কথা, সেখানে আজ মানুষ দুনিয়ার অধিক ধন সম্পদের জন্য পরকালের আমল ছেড়ে দিচ্ছে। যেখানে প্রয়োজন ছিলো ফরয-ওয়াজিব-সুন্নত সব ঠিক রেখে আরও অধিক পরিমাণে নফল আমল করে পরকালের প্রস্তুতি গ্রহণের, সেখানে দুনিয়ার মগ্নতায় অনেকের ফরয আমলও যথাযথভাবে আদায় করার সুযোগ হয়না। আরও আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, আজ দুনিয়ার জন্যই মানুষ দুনিয়া হারাচ্ছে। ডলার -ইউরোপ দেশে পাড়ি জমানোর জন্য অবৈধভাবে সমুদ্র পথে মৃত্যুর ঝুঁকি পর্যন্ত নিচ্ছে। তাদের কেউ হয়তো বহু কষ্টে তীরে ভিড়তে পারছে, আর কেউ সমুদ্রের মাঝেই ডুবে মরছে। কিসের জন্য? স্রেফ দুনিয়া কামানোর জন্য? কিন্তু কয়জন আছে, পরকালের জন্য এমন কঠিন ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত? বস্তুত, পরকালের সঞ্চয়ই প্রকৃত সঞ্চয়।

যা কিছু ভালো সব আল্লাহর পক্ষ থেকে, আর যা কিছু খারাপ সব শয়তানের পক্ষ থেকে। ভুল ত্রুটি হইলে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন।

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ